রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(পলিসি শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৬.০০.০০০০.০২৯.২২.৩৭.১৮.১৮২—তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮’ অনুমোদন করেছে। ইহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফজলুর রহমান
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ৭০.০০

অধ্যায়-১

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা

১.১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

ক. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এ নীতিমালা 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

খ. প্রবর্তন : এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১.২. সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়—

(১) **"অটোমেশন (Automation)"** হচ্ছে একটি যান্ত্রিক বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি বা যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে, ফলে কার্য সম্পাদনে মানুষের হস্তক্ষেপ কমে যায়;

(২) **"আন্তঃপরিবাহিতা (Interoperability)"** অর্থ কম্পিউটার সিস্টেমের কম্পোনেন্টসমূহ যা বিভিন্ন Environment-এ পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান করে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম;

(৩) **"ডিজিটাল সরকার (Digital Government)"** হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া (System), যার মাধ্যমে কোন কম্পিউটার/ডিজিটাল ডিভাইস এবং/অথবা ডিজিটাল সংযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি কার্যক্রম সঠিক ও সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় এবং সেবাসমূহ দ্রুত জনগণের নিকট পৌঁছানো যায়;

(৪) **"এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং [Enterprise Resource Planning (ERP)]"** হচ্ছে একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত তথ্যাবলী (Data) সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করে, যার ফলে দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়;

(৫) **"কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligece)"** অর্থ ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে সৃস্ট বুদ্ধিমত্তা যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রায় অনুরূপ বা কাছাকাছি কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে;

(৬) **"ডিজিটাল কমার্স (Digital Commerce)"** অর্থ ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল বাণিজ্য যা ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সকল প্রকার পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হয়ে থাকে;

(৭) **"ডিজিটাল ডিভাইড (Digital Divide)"** অর্থ তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ (Access), ব্যবহার অথবা এর প্রভাবের (Impact) মাধ্যমে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক অসাম্য;

(৮) **“ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Divice)”** অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহারের মাধ্যমে যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং সকল ইনপুট, আউটপুট প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও এর অন্তর্ভুক্ত;

(৯) **“ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security)”** অর্থ কোনো ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল সিস্টেম-এর মধ্যস্থিত তথ্য-উপাত্ত ও কর্মপ্রক্রিয়ার নিরাপত্তা;

(১০) **“ডিজিটাল লেনদেন (Digital Payment)”** অর্থ ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদিত যে কোনো ডিজিটাল বাণিজ্য বাবদ লেনদেন;

(১১) **“ডিজিটাল স্বাক্ষর (Digital Signature)”** অর্থ এমন একটি বিশেষ ডিজিটাল কোড যা কোনো লিখিত দলিলের কনটেন্ট-এ প্রেরক বা স্বাক্ষরকারীর পরিচয়, উৎস, স্বত্ব, কর্তৃত্ব ও যথার্থতা এমনভাবে সনাক্ত ও নিশ্চিত করে যার কোনো একটি অংশ পরিবর্তন করলে সে ডিজিটাল কোড তা সঠিক বলে অনুমোদন প্রদান করে না এরূপ স্বাক্ষর ব্যবস্থা;

(১২) **“মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights)”** অর্থ কোনো ধরনের মুদ্রণ, সম্প্রচার বা ডিজিটাল উপায়ে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধাভিত্তিক মূলধনের ওপর উদ্ভাবক বা উৎপাদনকারী বা স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ মালিকের একচ্ছত্র বা একচেটিয়া আইনগত অধিকার সুরক্ষা ও স্বত্ব বহাল থাকে এরূপ অধিকার ; এবং

(১৩) **“ম্যানেজড সার্ভিস (Managed Service)”** অর্থ দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি সহায়তার মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী (তৃতীয়পক্ষ) কর্তৃক গ্রাহককে অপারেশন এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম পরিচালনায় প্রদত্ত আইটি সেবা।

অধ্যায়-২

রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

২.১. রূপকল্প (Vision)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা; দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন; সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা।

২.২. **উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)**

২.২.১. **ডিজিটাল সরকার (Digital Government) :** সরকারের সকল কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাসমূহ সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং একটি কারিগরি ও দক্ষ তথ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

২.২.২. **ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security) :** সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করা;

২.২.৩. **সামাজিক সমতা এবং সার্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access) :** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের তথ্য প্রবাহে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

২.২.৪. **শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation) :** শিক্ষা ও গবেষণা কাজে তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ও পরিচর্যার মাধ্যমে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে সমর্থন (Promote) ও প্রণোদনা (Inceentive) প্রদান করা;

২.২.৫. **দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ((Skill Development and Employment Generatio**n : উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

২.২.৬. **অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening Domestic Capability) :** স্থানীয়ভাবে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও সেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

২.২.৭. **পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management) :** জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকল্পে আইসিটি খাতে পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও আত্মীকরণ, ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

২.২.৮. **উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity) :** দেশের স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, বাণিজ্য ও আর্থিক খাতসহ সকল খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং ডিজিটাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ (Digital Entrepreneurship) উৎসাহিত করার নিমিত্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অধ্যায়-৩

কৌশলগত বিষয়বস্তু

৩.১. ডিজিটাল সরকার (Digital Government)

৩.১.১. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান নিশ্চিতকরণ;

৩.১.২. ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৩. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনসাধারণের নিকট ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৪. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানে সেবা প্রদানকারীর সক্ষমতা উন্নয়ন;

৩.১.৫. সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তিসহ তথ্য ব্যবস্থা অবকাঠামো (Architecture). ও আন্তঃপরিবাহিতা (Interoperability) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৩.১.৬. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটালাইজেশন এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টি।

৩.২. ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security)

৩.২.১. ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিভাইসসমূহে যথাযথ মানবসম্পন্ন হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার-এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.২.২. ইন্টারনেট-এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.২.৩. ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকল ডিজিটাল মাধ্যম অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর বিষয়বস্তু থেকে নারী ও শিশুসহ সকলের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.৫. ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.৬. তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তায় যথাযথ নিয়মনীতি এবং প্রমিতমান অনুসরণ;

৩.২.৭. আর্থিক লেনদেনে অত্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.২.৮. ফরেনসিক তদন্তের স্বার্থে সকল প্রকার ডিজিটাল লেনদেনের লগ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ; এবং

৩.২.৯. সরকারি গোপনীয় ও সংবেদনশীল তথ্যাবলী আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষরসহ অন্যান্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশের সকল ডাটা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাখা নিশ্চিতকরণ।

৩.৩. সামাজিক সমতা এবং সার্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access)

৩.৩.১. সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যম সমাজের মূল স্রোতে আনয়ন;

৩.৩.২. গ্রামীণ জনপদে নগরের সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ ;

৩.৩.৩. সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বৈষম্যহীনভাবে পৌঁছানো;

৩.৩.৪. সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি;

৩.৩.৫. মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের পাশাপাশি বিশ্বদরবারে উপস্থাপন;

৩.৩.৬. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সকল অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৩.৭. তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিককে সমমূল্যে/সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৩.৩.৮. ডিজিটাল প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৪. শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation)

৩.৪.১. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সকল স্তর ও সকল ধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ও নিয়মিত যুগোপযোগীকরণ;

৩.৪.২. শিক্ষার সকল স্তরে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.৪.৩. কর্মসংস্থান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচিকে হালনাগাদকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;

৩.৪.৪. গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৪.৫. তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;

৩.৪.৬. গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সৃষ্ট পণ্য ও সেবাকে প্রয়োজনীয় বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৪.৭. বিদ্যমান উদ্ভাবনসহ সকল নতুন উদ্ভাবনসমূহের মেধাস্বত্ত্ব সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৪.৮. বিষেশায়িত শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

৩.৪.৯. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৫. দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Skill Development and Employment Generation)

৩.৫.১. দেশীয় ও বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন;

৩.৫.২. দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৫.৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তকরণ;

৩.৫.৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৩.৫.৫. ভবিষ্যত প্রযুক্তি ও শিল্প খাতের বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহায়তায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান বাজার সম্প্রসারণ।

৩.৬. অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthenning Domestic Capacity)

৩.৬.১. বাংলাদেশী আইসিটি পণ্য ও সবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্রান্ডিং এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্রান্ডিংকরণ;

৩.৬.২. দেশব্যাপী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/শিল্প স্থাপন এবং নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৩.৬.৩. প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যয় বান্ধব (Cost Effective) তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা (IT/ITES) সংক্রান্ত শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৬.৪. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং শিল্প-বান্ধব নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি;

৩.৬.৫. ব্যবসা বাণিজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি; এবং

৩.৬.৬. দাতা/সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ যে কোনো অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পে PPR অনুসরণপূর্বক সকল (IT/ITES) ও ডিজিটাল ডিভাইস ক্রয়ে স্থানীয় পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকার প্রদান এবং সে লক্ষ্যে স্থানীয় কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৩.৬.৭. স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং একটি টেকসই Entrepreneurial Supply Chain সৃষ্টি।

৩.৭. পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management) :

৩.৭.১. পরিবেশ রক্ষায় আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৩.৭.২. পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিতকরণ;

৩.৭.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক দুর্যোগ সতর্কীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৩.৭.৪. ডিজিটাল বর্জ্যের (e-Waste) নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ; এবং

৩.৭.৫. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৮. উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity)

৩.৮.১. দেশের সকল শিল্প-বাণিজ্য-সেবা ও উৎপাদন খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সর্বপ্রকার সহায়তা এবং অগ্রাধিকার প্রদান;

৩.৮.২. যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.৮.৩. সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার;

৩.৮.৪. কৃষিখাত আধুনিকায়নে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ডিজিটার প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পকে উৎসাহিতকরণ;

৩.৮.৫. জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে ডিজিটাল কমার্স, ডিজিটাল লেনদেন ও ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পকে উৎসাহিতকরণ এবং শিল্প বাণিজ্যের ডিজিটাল রূপান্তর; এবং

৩.৮.৬. আর্থিক সেবা খাতের (ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ডিজিটালাইজেশন এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন।

অধ্যায়-৪

নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার, তদারকি এবং পর্যালোচনা

৪.১. নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার এবং তদারকি (Policy Ownership and Monitoring)

জাতীয় জীবনে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক-হোল্ডারকে এ নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকারী হতে হবে। সরকারের সর্ব্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও আলোচ্য নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে। সে অনুযায়ী এ নীতিমালার নিম্নরূপ স্বত্ত্ব বিবেচনা করা হয়েছে :

৪.১.১. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ নীতিমালার তদারকি ও সমন্বয় সাধন করবে;

৪.১.২. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে; এবং

৪.১.৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ নীতিমালার কর্ম পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

৪.২. কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা (Action Plan Review)

৪.২.১. ভবিষ্যতে কর্ম-পরিকল্পনা অংশে (পরিশিষ্ট-১) যে কোনো ধরনের হালনাগাদকরণ, সংশোধন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে এবং কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা, যাচাই, করণীয় বিষয়সমূহের পরিবর্তন ও অগ্রাধিকার নিরূপণের জন্য প্রতিবছর করণীয় বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিতকরণপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে। হালনাগাদকৃত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ এ নীতিমালার অংশ হিসেবে কার্যকর হবে।

৪.৩. নীতিমালা পর্যালোচনা (Policy Review)

৪.৩.১. নিত্য নতুন পরিবর্তনের আঙ্গিকে বিশেষ লক্ষ্যসমূহকে পুনঃনির্ধারণের জন্য নীতিমালার কৌশলগত বিষয়গুলো সময়ে সময়ে পর্যলোচনা করা হবে; এবং

৪.৩.২. নীতিমালা বাস্তবায়নের সফলতা ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী করণীয় বিষয়াদির সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত অন্ততঃ প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর পর নীতিমালাটি পর্যালোচনা করা হবে।

অধ্যায়-৫

কাঠামো ও অনুসৃত রীতি

৫.১. কাঠামো (Structure)

৫.১.১. পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ নীতিমালায় ১ (এক)টি রূপকল্প, ৮ (আট)টি উদ্দেশ্য, ৫৫ (পঞ্চান্ন)টি কৌশলগত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

৫.১.২. এ নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত করণীয় বিষয়সমূহকে কর্ম-পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ করে পরিশিষ্ট-১ আকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; এবং

৫.১.৩. রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সুফল ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

৫.২. অনুসৃরীতি (Conventions)

৫.২.১. কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ‘রূপকল্প ২০২১’, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসইউন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ‘রূপকল্প ২০৪১’ বিবেচনায় নিয়ে নিম্নরূপ মেয়াদ স্তির করা হয়েছে:

- স্বল্প মেয়াদী (২০২১ সাল);
- মধ্য মেয়াদী (২০৩০ সাল); এবং
- দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১ সাল)।

৫.২.২. যে সকল করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগতে পারে, সেগুলো একাধিক মেয়াদব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

৫.৩. ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

৫.৩.১. এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করতে পারবে। বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

৫.৪. ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫’ রহিতকরণ

এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে ‘জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫’ রহিত হবে

পরিশিষ্ট-১

কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

উদ্দেশ্য ১ : ডিজিটাল সরকার (Digital Government)

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প মেয়াদী (২০২১)	মধ্য মেয়াদী (২০৩০)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.১: সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদান নিশ্চিতকরণ						
১.১.১	সকল সরকারি সেবা যে কোনো স্থান হতে সহজে, স্বচ্ছভাবে, কম খরচে, কম সময়ে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	স্বল্প ব্যয় ও সময়ে সকল সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.১.২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল সেবা গ্রহণে নাগরিকদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবহিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	নাগরিকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	৬০%	৮০%	১০০%
১.১.৩	সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের ডিজিটাল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, ক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের স্থায়ী (যেমন Chief Innovation Officer/ Innovation Officer/ICT Focal Point) কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	ডিজিটাল সরকার কার্যক্রম দক্ষভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.১.৪	সরকারি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা আইসিটি সেল স্থাপন। এ সেলের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা । [সরকারি পর্যায়ের সকল আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদকে কারিগরি পদ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।]	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	আইসিটি স্থাপনা পরিচালনা ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হবে।	১০০%	√	√
১.১.৫	প্রচলিত বেতন-ভাতা ও সুযোগ সুবিধা সহকারে সরকারি পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে পদ সৃজনের ক্ষেত্রে পদোন্নতিযোগ্য আইসিটি জনকাঠামো তৈরিকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি খাতের আইসিটি পেশাজীবীরা উৎসাহিত হবে। সরকারের আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.১.৬	সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের জন্য আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক স্থাপন। এসব কল সেন্টারের জন্য টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বল্প মূল্যে অথবা টোল-ফ্রি নম্বর সুবিধা প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা গ্রহণকারীরা সহজে এবং স্বল্প সময়ে সেবা পাবেন।	১০০%	√	√
১.১.৭	ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফটওয়ার ও হার্ডওয়ারের চাহিদা নিরূপণ, আর্থিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি, সরবরাহ, সরবরাহ পরবর্তী সহায়তার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান ও নীতিমালা অনুসরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি/এটুআই)	ন্যাশনাল ডিজিটাল-গভর্নেন্স আর্কিটেকচার দক্ষভাবে ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.১.৮	ডিজিটাল সরকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন সমন্বয়করণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধিত হবে।	১০০%	√	√
১.১.৯	ডিজিটাল সার্ভিসসমূহে Data Analytics ও AI সংযোজনের মাধ্যমে স্মার্ট এবং পার্সোনালাইজড জনসেবা নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা প্রদান দ্রুত ও সমন্বিত হবে।	৫০%	১০০%	√
১.১.১০	বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (PPA ও PPR) অনুসরণপূর্বক ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিজাইন ও সুপারভিশন (PMC) এবং বাস্তবায়ন-এ দুটি পৃথক চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন।	সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন হবে।	৮০%	১০০%	√
১.১.১১	বড় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন অনুসরণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ BOO/BOT/ ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন।	সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন হবে।	৮০%	১০০%	√
১.১.১২	BOO/BOT/ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব/ফি শেয়ারের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ।	সকল ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন হবে।	৮০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.১.১৩	সর্বস্তরে ডিজিটাইজেশনের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিতকরণ, দূরীকরণ ও অগ্রগতির পরিমাপযোগ্য নির্ণায়ক নির্ধারণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	সার্ভিসের মান উন্নয়ন হবে।	১০০%	√	√
১.১.১৪	সরকারি সকল অনুমতি, অনুদান/সুবিধা/প্রণোদনা বা লাইসেন্স প্রাপ্তি/নবায়নের জন্য প্রাক-যোগ্যতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ডিজিটালাইজেশনকে উৎসাহিত করা হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	ডিজিটালাইজেশন উৎসাহিত হবে এবং সার্ভিসের মান উন্নয়ন হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.২: ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ						
১.২.১	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবার হালনাগাদকৃত তথ্য সারণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.২.২	ইলেকট্রনিক ক্রয় পদ্ধতি ও চালুকরণ ও সকল উন্মুক্ত দরপত্র ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থাকরণ।	আইএমইডি (সিপিটিইউ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.২.৩	PPA ও PPR অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	ক্রয় পক্রিয়াকে আরো স্বচ্ছ, সহজ, গতিময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী করবে।	১০০%	√	√
১.২.৪	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও বরাদ্দ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.২.৫	আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে চলমান অসমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য জনগণের মতামত গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং অর্জিত জ্ঞান পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ব্যবহার।	আইএমইডি এবং স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.২.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রকল্পগ্রহণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, সমাপন এবং অর্থ বরাদ্দে আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রচলন।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে দ্রুততা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.২.৭	গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন- ভিডিও কনফারেন্সিং) চালুকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	সভায় অংশগ্রহণের জন্য ভ্রমণ, ব্যয় ও সময় হ্রাস করবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে সভার প্রয়োজন দূর হবে।	১০০%	√	√
১.২.৮	সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	সরকারের কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.২.৯	দ্রুত ও টেকসই ডিজিটাল গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে Managed Service মডেলের আলোকে প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিতকরণ।	পরিকল্পনা বিভাগ/সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	সরকারের কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.২.১০	ডিজিটাল সার্ভিস এ্যাক্ট প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সরকারের ডিজিটাল সার্ভিস কার্যক্রম আইনী কাঠামো পাবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৩ : সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনসাধারণের নিকট ডিজিটাল পদ্ধতিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৩.১	জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্তকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর) এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্যের আদান-প্রদান সহজতর হবে।	১০০%	√	√
১.৩.২	সরকারি কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরে উচ্চ গতির ডাটা সংযোগ ও ডিজিটাল-সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা	সরকারি কর্মকান্ডের বিকেন্দ্রীকরণ হবে।	১০০%	√	√
১.৩.৩	কম্পিউটার, ইন্টারনেট এবং ই-সিটিজেন সেবাসমূহে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি ডিজিটাল-সেন্টার (টেলিসেন্টার) স্থাপন ও পরিচালনার ব্যবস্থাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	নাগরিকরা স্বল্প ব্যয়, সময় ও নির্ঝাঞ্ঝাটভাবে ঘরে বসেই তাঁদের সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণে সক্ষম হবে।	৫০%	১০০%	√
১.৩.৪	স্বল্পোন্নত এলাকা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী ব্যান্ড উইডথ (Bandwidth) এর মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি, পণ্যমূল্য বিষয়ক তথ্যাদি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি	সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সুবিধা মতো সময়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবে।	৫০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৩.৫	রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও সর্বোত্তম সেবা প্রাপ্তির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা জাতীয় ডেটা সেন্টারভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশান ও কন্টেন্ট হোস্টিং নিশ্চিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্যের আদান-প্রদান সমন্বিত হবে।	১০০%	√	√
১.৩.৬	সকল সরকারি চাকুরীর জন্য একটি সমন্বিত জব পোর্টাল চালুকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি চাকুরীর আবেদনের পক্রিয়া সমন্বিত ও সহজতর হবে।	৫০%	১০০%	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৪: সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানে সেবা প্রদানকারীর সক্ষমতা উন্নয়ন						
১.৪.১	সরকারি পর্যায়ে সকল শ্রেণির নিয়োগের ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মৌলিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল গভর্নমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।	১০০%	√	√
১.৪.২	সরকারি পর্যায়ে সৃজনশীল ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা ও ডিজিটাল-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আনুতোষিক ও পুরস্কার প্রবর্তন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডিজিটাল গভর্নেন্স ও ই-সেবা প্রদানে সরকারি কর্মকর্তারা উৎসাহিত হবেন।	১০০%	√	√
১.৪.৩	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) এ কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের মৌলিক জ্ঞান সংক্রান্ত নতুন একটি নির্ণায়ক সংযোজন।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের চর্চা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৪.৪	সরকারি পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আইসিটি এবং ডিজিটাল গর্ভনেন্স কারিকুলামে Service Process Simplification (SPS)/BPR, Digital Service Design and Planning, Project Management ডিজিটাল সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ডিজিটাল গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.৪.৫	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারির তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তথ্যপ্রযুক্তির মৌলিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তথ্য আদান-প্রদানে আইসিটি ব্যবহার অনুপ্রাণিত করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলামের আওতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি অধিদপ্তর)	তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মকর্তা/ কর্মচারিরা আরও দক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন।	১০০%	√	√
১.৪.৬	তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিজিটাল পদ্ধতিতে (ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা, টেলিকনফারেন্সিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) সরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও আইসিটি অধিদপ্তর)	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তারা সহজে পারস্পরিক যোগাযোগ করতে পারবেন। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।	১০০%	√	√
১.৪.৭	National e-Governance Architecture ও e- Governance Interoperability Framework বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা/আইসিটি পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সহজে তথ্যে আদান-প্রদান করা যাবে। ফলে তথ্যের দ্বৈততা হ্রাস পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৪.৮	স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনবলকে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।	স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৫: সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তিসহ তথ্যব্যবস্থা অবকাঠামো (Architecture) ও আন্তঃপরিবাহিতা (Interoperability) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ						
১.৫.১	সফটওয়্যার, হার্ডওয়ার ও কানেক্টিভিটি বিষয়ে ডিজিটাল সরকারের উদ্যোগের জন্য জাতীয় ডিজিটাল সরকার কাঠামো (National e-Governance Architecture) ও e- Governance Interoperability Framework প্রণয়ন ও নিয়মিত যুগোপযোগীকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	তথ্য ও সিস্টেমের দ্বৈততা হ্রাস হবে। সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ও সফটওয়্যার আদান-প্রদানের পরিবেশ তৈরি হবে।	১০০%	√	√
১.৫.২	সকল সরকারি দপ্তরে ন্যাশনাল ই-গর্ভনেসন্স আর্কিটেকচার ((National e-Governance Architecture) ও e- Governance Interoperability Framework অনুসরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা	তথ্য ও সিস্টেমের দ্বৈততা হ্রাস হবে। তথ্যের (Data) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ও সফটওয়্যার আদান-প্রদানের পরিবেশ তৈরি হবে।	১০০%	√	√
১.৫.৩	জাতীয় ডিজিটাল সরকার কাঠামো ও e-Governance Interoperability Framework গুলো Technology Neutral & Vendor Agnostic-ভাবে প্রস্তুতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	তথ্য ও সিস্টেমের দ্বৈততা হ্রাস হবে; সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য ও সফটওয়্যার আদান-প্রদানের পরিবেশ তৈরি হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৫.৪	জনসন্মুখে প্রকাশযোগ্য তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য Open Government Data পোর্টালে তথ্য উন্মুক্তকরণ ও অন্য দপ্তরের তথ্য ব্যবহারের সংস্কৃতি তৈরি।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সরকারি তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণ ও গবেষকদের সহজে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.৫.৫	ডিজিটাল সার্ভিসের রূপান্তরের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মতামত গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডিজিটাল-গর্ভনেন্স ও ই-সেবা বিষয়ক কার্যক্রমে দ্বৈততা (Duplication) পরিহারের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সাশ্রয় ঘটবে।	১০০%	√	√
১.৫.৬	মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহের ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নের সকল ডিজিটাল সার্ভিসের চাহিদা নিরূপণ থেকে শুরু করে প্রকিউরমেন্ট, তৈরি এবং বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল প্রকার সংশ্লিষ্ট কারিগরি সহায়তার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের যৌথ উদ্যোগ “Digital Service Accelerator”-এর সহায়তা গ্রহণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ডিজিটাল-গর্ভনেন্স ও ই-সেবা বিষয়ক কার্যক্রমে দ্বৈততা পরিহারের মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সাশ্রয় ঘটবে।	১০০%	√	√
১.৫.৭	প্রত্যেক নাগরিকের একক আইডি প্রণয়ন ও সহজে সংশোধন নিশ্চিতকরণ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা গ্রহণকারী সনাক্তকরণ ও বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রদেয় নাগরিক সেবা তাৎক্ষণিক প্রদান নিশ্চিত হবে।	৮০%	১০০%	√
১.৫.৮	একক আইডি ব্যবহার করে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সেবা গ্রহণকারী সনাক্তকরণ ও বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রদেয় নাগরিক সেবা তাৎক্ষণিক প্রদান নিশ্চিত হবে।	৮০%	১০০%	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ১.৬ : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমি, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটালাইজেশন এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টি						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৬.১	তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সংসদ সদস্যদের কাছে সহজে তথ্য পৌছানোর ব্যবস্থাকরণ।	জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সংসদ সদস্যদের কাছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.৬.২	তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সংসদ সদস্যদের তাঁর নিজ নিজ নির্বাচনী আসনের জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।	জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	এলাকার জনগণের সাথে যোগাযোগ সহজতর হবে।	১০০%	√	√
১.৬.৩	ডিজিটাল পদ্ধতিতে মামলা প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা।	আইন ও বিচার বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	একটি ন্যায়ানুগ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।	১০০%	√	√
১.৬.৪	আইসিটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ব্যবহার করে রেকর্ড সংরক্ষণ ও মামলার বিবরণ সংরক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।	আইন ও বিচার বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বিচার প্রার্থীদের কাছে মামলার রেকর্ড প্রাপ্তি সহজ হবে।	১০০%	√	√
১.৬.৫	ডিজিটাল পদ্ধতিতে মামলার ডকুমেন্টেশন ও রেফারেন্সিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	আইন ও বিচার বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	একটি ন্যায়ানুগ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।	১০০%	√	√
১.৬.৬	অনলাইনে বা এসএমএস ব্যবহার করে আইনী সেবা প্রদান।	আইন ও বিচার বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বিচার প্রার্থীরা দ্রুত সেবা পাবে।	১০০%	√	√
১.৬.৭	ডিজিটাল লেনদেন সংশ্লিষ্ট অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং নিরোধে বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আইন ও বিচার বিভাগ	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে অপরাধ অনুসন্ধান ও বিচার সহজতর হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৬.৮	আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সকল দপ্তরের মধ্যে সহজে ও নিরাপদে তথ্য আদান- প্রদানের জন্য নেটওয়ার্ক স্থাপন।	জন নিরাপত্তা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	নিরাপদ তথ্য আদান- প্রদান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.৬.৯	সকল পুলিশ থানায় আইসিটি ব্যবহার করে জনগণের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	জননিরাপত্তা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দ্রুত ও স্বচ্ছ সেবা-প্রদান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.৬.১০	আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস), ডেটা বিশ্লেষণ টুলস ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নত মানের সেবাদান নিশ্চিতকরণ।	জননিরাপত্তা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দ্রুত ও স্বচ্ছ সেবা-প্রদান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
১.৬.১১	ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ ও মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন।	জননিরাপত্তা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
১.৬.১২	ভূমি রেকর্ড ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন।	আইন ও বিচার বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়	দ্রুত ও স্বচ্ছ সেবা-প্রদান নিশ্চিত হবে।	৮০%	√	√
১.৬.১৩	দুর্নীতি দমন কমিশনের দুর্নীতির সকল অভিযোগ যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান, তদন্ত, প্রতিরোধ ও মামলা পরিচালনার কাজসহ আনুষঙ্গিক সকল কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার সংযোজন।	দুর্নীতি দমন কমিশন	সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হচ্ছে কিনা, কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি ইত্যাদি মনিটরিং আরও সহজতর হবে এবং কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.৬.১৪	সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ‘সেন্ট্রাল সম্পদ বিবরণী ব্যবস্থপনা সিস্টেম’ প্রণয়ন করা। [উক্ত সিস্টেমের সাথে বিআরটিএ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সাথে সংযোগ স্থাপন থাকবে যাতে করে সম্পদ বিবরণীর সাথে দাখিলকৃত সম্পদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়।]	দুর্নীতি দমন কমিশন, বিআরটি-এ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সকল সরকারি কর্মকর্তার সম্পদ বিবরণী দাখিলের সেন্ট্রাল সিস্টেম বাস্তবায়িত হবে এবং দাখিলকৃত সম্পদের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে।	৫০%	৮০%	১০০%
১.৬.১৫	অপরাধ ও সংশ্লিষ্ট অপরাধিদের সকল তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ক্রিমিনাল ডাটাবেজ বাস্তবায়ন করা। উক্ত ডাটাবেজ থেকে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পারস্পরিক প্রয়োজনে অনুমতি সাপেক্ষে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য সংগ্রহ করা।	জন নিরাপত্তা বিভাগ, সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (পুলিশ, র‍্যাব, এনএসআই) এবং দুর্নীতি দমন কমিশন	যে কোনো অপরাধ ও অপরাধিদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া নিশ্চিত হবে এবং কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	৮০%	১০০%	√
উদ্দেশ্য # ২ : ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.১ : ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিভাইসসমূহে যথাযথ মানসম্পন্ন হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার-এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ						
২.১.১	ডিজিটাল সরকার কাঠামোর সর্বোচ্চ ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	নিরাপদ ডিজিটাল সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.১.২	ডিজিটাল সরকার কাঠামোর সকল উদ্যোগের ডিজিটাল নিরাপত্তার মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সক্ষমতা উন্নয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি)	দক্ষভাবে ডিজিটাল সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.২ : ইন্টারনেট এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.২.১	ইন্টারনেট এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বিটিআরসি)	জনগন নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে।	১০০%	√	√
২.২.২	বিচারক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজীবী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের জন্য ইন্টারনেট এর নিরাপদ ব্যবহার বিষয়ক কর্মদক্ষতা ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম।	আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং জন নিরাপত্তা বিভাগ (বাংলাদেশ পুলিশ)	ডিজিটাল নিরাপত্তা কেস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জিত হবে।	১০০%	√	√
২.২.৩	তাৎক্ষণিক ঘটনার রিপোর্টিং, পাবলিক সচেতনতা এবং সিআইআরটি (CIRT) সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় প্লাটফরম তৈরী করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ডিজিটাল নিরাপত্তাতে নাগরিক অন্তর্ভুক্তি ও ডিজিটাল নিরাপত্তার পরিবর্ধন সাধিত হবে।	১০০%	√	√
২.২.৪	সকল মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থাভিত্তিক নিরাপত্তা ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণ করা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ইন্টারনেট নিরাপত্তা কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.২.৫	সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এর পুল তৈরী করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ইন্টারনেট নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা উন্নততর হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৩ : ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ						
২.৩.১	ডিজিটাল সরকার কাঠামোতে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত হবে।	৬০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.৩.২	নাগরিকদের সকল প্রকার ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.৩.৩	নাগরিকদের কোন তথ্য সংগ্রহ বা সংরক্ষণের জন্য তাঁকে তা অবহিত করতে হবে। এসব তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানিকে প্রদান করা যাবে না। তথ্য এনক্রিপ্টেড করে নিরাপদ রাখতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে আর্থিক জরিমানার বিষয় নিশ্চিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।	ব্যক্তিগত তথ্যের মালিকানা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৪ : সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসহ সকল ডিজিটাল মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত ও ক্ষতিকর বিষয়বস্তু থেকে নারী ও শিশুসহ সকলের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ						
২.৪.১	সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত ও ক্ষতিকর কনটেন্ট উপস্থাপনে প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য ডেটা পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ সেল প্রতিষ্ঠা এবং সে অনুযায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সুরক্ষিত সামাজিক মাধ্যম নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.৪.২	অভিভাবক সচেতনতা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	সহজে অভিগম্য ক্ষতিকর ডিজিটাল কনটেন্ট থেকে শিশুদেরকে নিরাপদ রাখতে অভিভাবকেরা প্রস্তুত থাকবেন।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.৪.৩	শিশুদের জন্য ক্ষতিকারক ওয়েবসাইটসমূহের প্রবেশ দেশের অভ্যন্তরে বন্ধকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন) এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ক্ষতিকর ডিজিটাল কনটেন্ট থেকে শিশুদের নিরাপদ রাখতে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৫ : ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ						
২.৫.১	ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় দক্ষ জনবল সৃষ্টিকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা।	দক্ষ জনবলের মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	৮০%	১০০%	√
২.৫.২	ডিজিটাল অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পাঠ্য-পুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।	দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল অপরাধ বিষয়ে ধারণা লাভ করবে।	৮০%	১০০%	√
২.৫.৩	ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরিকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা।	জনসাধারণ ডিজিটাল নিরাপত্তা ও ডিজিটাল অপরাধ সম্বন্ধে অবগত থাকবে।	১০০%	√	√
২.৫.৪	ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসূহের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা।	পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.৫.৫	আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে ডিজিটাল অপরাধ মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থা।	বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।	১০০%	√	√
২.৫.৬	জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা।	রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সমূহের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.৫.৭	জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা সংস্থা গঠন ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা।	সাইবার নিরাপত্তায় সকল সংস্থাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা যাবে।	১০০%	√	√
২.৫.৮	ডিজিটাল সংকট ব্যবস্থাপনা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি)।	জাতীয় পর্যায়ে কোন ডিজিটাল সংকট সংঘটিত হলে তা মোকাবেলা ও উত্তরণের ব্যবস্থা হবে।	১০০%	√	√
২.৫.৯	ডিজিটাল অপরাধ দমনে এ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ।	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ।	ডিজিটাল অপরাধ দমনে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.৫.১০	আইটি সিস্টেম অডিট বাধ্যতামূলক করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা।	আইটি সিস্টেম অডিটের মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যাবে।	১০০%	√	√
২.৫.১১	ডিজিটাল নিরাপত্তা বীমা চালুকরণ।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)।	সরকার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সমূহের জন্য ডিজিটাল ইন্সুরেন্স পলিসি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.৫.১২	বিভিন্ন ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবা প্রদানকারী (পেনিট্রেশন টেস্টিং, ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট, আইটি অডিট) প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা।	আইটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধমে তথ্য সুরক্ষা ও সেবার মান নিশ্চিত করা যাবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৬ : তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তায় যথাযথ নিয়মনীতি এবং প্রমিতমান অনুসরণ						
২.৬.১	জাতীয় ডাটা সেন্টারে ক্রমাগত এবং স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা নিরীক্ষাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল)	নিরাপদ ই-সার্ভিস সেবা প্রদান।	৮০%	১০০%	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৭: আর্থিক লেনদেনে তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ						
২.৭.১	ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের মানদণ্ড এবং সেক্টর ভিত্তিক নিরাপত্তা নির্দেশিকা তৈরিকরণ।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।	ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনে সময়-অর্থ সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও সহজতর হবে।	৮০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.৭.২	ডিজিটাল লেনদেনে সহজতর ও নিরাপদ করতে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংঘর্ষিক আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।	ইলেকট্রনিক লেনদেনের অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
২.৭.৩	ডিজিটাল পেমেন্ট সুইচ এর মাধ্যমে মোবাইল টেকনোলজি এবং এ টি এম (ATM) ব্যবহার করে আন্তঃ এবং অন্তঃ ব্যাংক সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন সম্পাদনের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডিজিটাল পেমেন্ট সুইচের আধুনিকায়ন।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	এক্সেস টু ফাইন্যান্স বৃদ্ধি, ক্যাশলেস সোসাইটি তৈরিতে অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৮: ফরেনসিক তদন্তের স্বার্থে সকল প্রকার ডিজিটাল লেনদেনের লগ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ						
২.৮.১	ফরেনসিক তদন্তের স্বার্থে সকল প্রকার ডিজিটাল লেনদেনের লগ সংরক্ষণ।	জননিরাপত্তা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।	ডিজিটাল লেনদেন সুরক্ষিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ২.৯ : সরকারি গোপনীয় ও সংবেদনশীল তথ্যাবলী আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষরসহ অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং বালাদেশের সকল ডাটা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাখা নিশ্চিতকরণ						
২.৯.১	সকল অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (সিসিএ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা।	জাতীয় তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২.৯.২	বাংলাদেশের সকল ডাটা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাখা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা।	জাতীয় তথ্য আদান-প্রদানে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য #৩: সামাজিক সমতা এবং সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.১: সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে আনয়ন						
৩.১.১	সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, বাস টার্মিনাল, ফেরি/লঞ্চঘাট, রেলস্টেশন, বিমানবন্দর, পোস্ট অফিস, মার্কেট ইত্যাদিতে ডিজিটাল সেন্টার/সেবা নির্ভর কিয়স্ক (Kiosk) স্থাপন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।	সেবাসমূহ জনগণের হাতের কাছে তাৎক্ষণিক পৌছাবে।	৬০%	৮০%	১০০%
৩.১.২	নীতিমালার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েব সাইট অভিগম্য (Accessible) করণ।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/ সংস্থা এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।	সকল সরকারি ও বেসরকারি ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধীদের জন্য অভিগম্য হবে।	৫০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.১.৩	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের জন্য বিশেষায়িত ও বাংলাদেশে তৈরি হয়না এমন হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার ও অন্যান্য আইসিটি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে ভ্যাট মওকুফ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষভাবে তৈরি আইসিটি উপকরণের ক্ষেত্রে (এইচ.এস.এস কোড উল্লেখ থাকলে) শুল্কমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন, সক্ষমতা, এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বাড়বে।	১০০%	√	√
৩.১.৪	সরকারি-বেসরকারি ডিজিটাল সেন্টার ও অনুরূপ ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টার সমূহকে বিশেষায়িত হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়ার ও আনুষঙ্গিক আইসিটি উপকরণ সহকারে প্রতিবন্ধী-বান্ধব করে গড়ে তোলা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।	সাইবার ক্যাফে ও অন্যান্য ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টারসমূহ প্রতিবন্ধী-বান্ধব হিসেবে গড়ে উঠবে।	২৫%	৫০%	১০০%
৩.১.৫	সরকারি-বেসরকারি ডিজিটাল সেন্টার ও অনুরূপ ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টারসমূহের ভবন ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে তৈরিকরণ।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।	ইনফরমেশন এক্সেস সেন্টারসমূহের ভবন প্রতিবন্ধী বান্ধব হিসেবে গড়ে উঠবে।	২০%	৪০%	১০০%
৩.১.৬	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত আইসিটি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি খাত।	তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠবে এবং ক্ষমতায়ন ঘটবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.১.৭	দেশীয় কারিগরদের (Indigenous Artisans) জন্য ওয়েব ও মোবাইলভিত্তিক ডিজিটাল কমার্স ব্যবস্থা চালু করতে সহায়ক নীতিমালা, সহজ সরবরাহ ব্যবস্থা ও সহজ পেমেন্ট চালুকরণ।	অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	প্রত্যন্ত অঞ্চলের দক্ষ কারিগরদের শিল্প কর্মের প্রচার, বাজারজাতকরণ ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।	৫০%	১০০%	√
৩.১.৮	শারীরিকভাবে অক্ষম এবং বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিদের বিষয় বিবেচনায় রেখে সাশ্রয়ী বাংলা টেক্সট প্রসেসিং টুলস ও অডিও সফটওয়্যার উন্নয়ন ও ইশারা ভাষার সফটওয়্যার তৈরিকরণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলা একাডেমি।	প্রতিবন্ধী ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হবে।	৮০%	১০০%	√
৩.১.৯	দরিদ্র শিশুদের জন্য মাল্টিমিডিয়া যন্ত্রাদি ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি এবং কমিউনিটি স্কুলেই ইসিডিপি (ECDP) চালুকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।	প্রাথমিক শিক্ষার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৩.১.১০	বিশেষভাবে দক্ষ জনসাধারণের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগী আইসিটি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স (যেমন-ফ্রিল্যান্সিং, গ্রাফিক্স, ইত্যাদি) চালুকরণ।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।	আইসিটি দক্ষ জনবল বেশি সংখ্যায় তৈরি হবে।	২৫%	৫০%	১০০%
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.২ : গ্রামীণ জনপদে নগরের সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের ব্যবস্থাগ্রহণ						
৩.২.১	দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ উদ্যোগ অব্যাহত রাখা এবং উৎক্ষেপিত কৃত্রিম উপগ্রহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বিটিআরসি), বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল)।	স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহারে ব্যয়কৃত অর্থ সাশ্রয় হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.২.২	ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কতৃক আরোপিত ক্ষতিপূরণ (Compensation) আদায়ের পরিমাণ হ্রাসকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সাশ্রয়ী ও দ্রুত হবে।	১০০%	√	√
৩.২.৩	সারাদেশে সকল Point of Presence (PoP) পয়েন্ট থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারে ব্যয়ের সমতা বিধান।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।	সমব্যয়ে সকলের নিকট ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানো যাবে।	১০০%	√	√
৩.২.৪	দেশের ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের বিশেষ ব্যবস্থা যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF-Social Obligation Fund), আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত/দূর্গম অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	পল্লী অঞ্চলে সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৩.২.৫	ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে পাবলিক একসেস পয়েন্ট চালুকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	সাধারণ জনগণ ইন্টারনেটের আওতায় আসবে।	১০০%	√	√
৩.২.৬	সরকারি বেসরকারি আবাসনে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য বিল্ডিং- এর নকশা অনুমোদনের সময় ইন্টারনেট অবকাঠামো (FTTX, IoT etc. বিবেচনায় নিয়ে) এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশের সকল শহরে আইএসপি, ডাটা সংযোগ প্রদানকারী, আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণকারীদের সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পর্যটন কেন্দ্র ও গণবাহনে ফ্রি ওয়াইফাই নিশ্চিতকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।	সাধারণ জনগণ ইন্টারনেটের আওতায় আসবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৩ : সরকারি ও বেসরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বৈষম্যহীনভাবে পৌঁছানো						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.৩.১	সকল সরকারি ও বেসরকারি ই-সেবা জাতীয় পর্যায়ের একটি সুনির্দিষ্ট পোর্টাল হতে প্রদান; এক জাতীয় ই-সেবাসমূহ গুচ্ছাকারে সজ্জিত হবে, সহজবোধ্য চিহ্ন (আইকন) দ্বারা প্রদর্শিত হবে এবং সেবাসমূহ মোবাইলসহ অন্যান্য ইলেট্রনিক মাধ্যমে প্রদান।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	জনগণ ওয়েবে একাধিক স্থানে খোঁজাখুঁজির পরিবর্তে একটি স্থানে সব ই-সেবা পাবে।	১০০%	√	√
৩.৩.২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনসমূহ মোবাইল ফোন, এটিএম, Point of Sales (PoS) ও অন্যান্য সেবাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ।	বিল ও ফি পরিশোধে ব্যয় এবং সময় সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; অধিকতর স্বচ্ছতা, প্রক্রিয়াকরণের দক্ষতা এবং দ্রুত বিল পরিশোধের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হবে; সরকারের উপর আস্থা বাড়বে।	১০০%	√	√
৩.৩.৩	সকলের জন্য সুলভ এবং সহনীয় মূল্যে উচ্চগতির নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	সুলভে ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া যাবে।	১০০%	√	√
৩.৩.৪	ইন্টারনেট সংযোগ প্রসারে বিদ্যমান সরকারি/ বেসরকারি নেটওয়ার্ক অবকাঠামো লিজের সুবিধা প্রদান।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় ও সময়ের সাশ্রয় হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.৩.৫	জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন উৎসাহিত করার জন্য সফটওয়্যার, IT/ITES শিল্প, আইসিটি ইনকিউবেটর অথবা পার্ক, লাইব্রেরি, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক প্লেস, ইন্টারনেট কিয়স্ক, টেলিসেন্টার, ইত্যাদিতে হ্রাসকৃত মূল্যে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	ইন্টারনেট ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে।	১০০%	√	√
৩.৩.৬	ইন্টারনেট সংযোগ এবং তার ব্যবহার প্রক্রিয়াকে নাগরিক এবং সরকারি দপ্তরে মৌলিক উপযোগী (যেমনঃ বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি) সেবা হিসাবে বিবেচনা করা। সরকারি দপ্তরসমূহে এ সংক্রান্ত মাসিক আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থা।	ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৪: সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি						
৩.৪.১	ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক আবেদন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি এবং অবহিতকরণ। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নাগরিক মতামত গ্রহণ করে সেবার মান উন্নয়ন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি দপ্তর/সংস্থা।	সেবার মান উন্নয়ন এবং নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৩.৪.২	সকল প্রণীতব্য নীতিমালা ও আইন ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও জনগণের মতামত গ্রহণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/সংস্থা।	নীতিমালা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৫: মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের পাশাপাশি বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করা						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.৫.১	মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পোষ্যদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সরকার প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধাসমূহ দক্ষ ও কার্যকরভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছাবে। এ তথ্যভান্ডার একটি জাতীয় ও ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে থাকবে।	১০০%	√	√
৩.৫.২	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে কোনো ডিজিটাল কন্টেন্ট ও এপ্লিকেশন উন্নয়ন, প্রচার, বিকাশ ও সংরক্ষণে সহযোগিতা ও প্রণোদনা প্রদান।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাতীয় সংস্কৃতিতে স্থায়িত্ব পাবে।	১০০%	√	√
৩.৫.৩	ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা ও সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	বাংলাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও ঐতিহ্য দীর্ঘকাল সংরক্ষণ ও সহজে অভিগম্যতা (Accessible) পাবে।	১০০%	√	√
৩.৫.৪	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় স্থানীয় পর্যায়ের উপযুক্ত বিষয়বস্তু উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা।	জনগণের বৃহৎ অংশকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের সুবিধা প্রশস্ত হবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৬ : ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সকল অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.৬.১	ক্ষুদ্র ভাষা, স্বকীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মবিষয়ক তথ্যভান্ডার প্রস্তুত, ই-তথ্যকোষে অন্তর্ভুক্তকরণ, ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও প্রচার।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	স্বকীয় সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য এবং ধর্ম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের স্থায়ী সংরক্ষণ ও প্রচার নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৭: তথ্যে অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিককে সমমূল্যে/সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ						
৩.৭.১	টেলিএক্সেস ও টেলিডেনসিটি বৃদ্ধি করা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।	ইন্টারনেটের প্রসারের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়বে।	৯০%	১০০%	√
৩.৭.২	দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের প্রসারের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বাড়বে।	10 MBPS	4 GBPS	20 GBPS
৩.৭.৩	একাধিক ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ স্থাপন ও এসবের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।	ইন্টারনেট সেবা দানকারীদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সহজতর হবে।	১০০%	√	√
৩.৭.৪	নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতির (ডাটা সংযোগ এর ক্ষেত্রে) উপর শুল্ক ও ভ্যাট হ্রাসকৃত হারে নির্ধারণ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড)।	ইন্টারনেটের প্রসার ঘটবে ও সাধারণ গ্রাহকের ইন্টারনেট ব্যয় হ্রাস পাবে।	১০০%	√	√
৩.৭.৫	গ্রাহক পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেটের মূল্য হ্রাস, সারাদেশে হাইস্পিড মোবাইল ইন্টারনেটের বাস্তবায়ন এবং 5G চালুকরণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।	জনগণকে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট প্রদান করা যাবে।	5G-২৫%	5G-১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.৭.৬	দেশের অভ্যন্তরীণ ডাটা ট্রান্সমিশন অবকাঠামো (ব্যাকহল) কেন্দ্রিয়ভাবে বিনির্মাণে সরকারি সহযোগিতার মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যান্ডউইথ ব্যয়ের সমতা আনয়ন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	জনগণকে সাশ্রয়ীমূল্যে ইন্টারনেটের সুবিধা প্রদান করা যাবে।	১০০%	√	√
৩.৭.৭	আইসিটি নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগ ও ব্রডব্যান্ড নীতিমালা সংশোধন ও বাস্তবায়ন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	আইসিটি ব্যবহার শহরকেন্দ্রিক না হয়ে সারাদেশে সম্প্রসারিত হবে।	১০০%	√	√
৩.৭.৮	টেকনোলজি পার্ক ও হাইটেক পার্কসমূহে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট সরবরাহের জন্য অবকাঠামো (লাইন) স্থাপন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।	হাইটেক পার্কে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৩.৮ : ডিজিটাল প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ						
৩.৮.১	অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য সফটওয়্যার নির্মাতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বাংলা সফট্ওয়্যার হালনাগাদ ও ত্রুটিমুক্ত রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল) এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (বাংলা একাডেমী)।	বাংলা সফট্ওয়্যার ত্রুটিমুক্তভাবে বাজারজাত হবে।	১০০%	√	√
৩.৮.২	আইকান, আইজিএফ ও ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের সদস্য পদ বহাল রেখে BDS 1520:2018, BDS 1738:2018 BDS 1935:2018-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাংলা এনকোডিং ও কী বোর্ড পদ্ধতির হালনাগাদকরণ ও মান উন্নয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বিটিআরসি)।	সফট্ওয়্যার বিক্রেতাগণ স্টান্ডার্ড এনকোডিং পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত হবেন।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩.৮.৩	প্রমিত বাংলা এনকোডিং BDS 1520:2018 ব্যবহার করে ডকুমেন্টসমূহের সুবহনীয়তা (Portability) নিশ্চিত করে সকল সরকারি প্রকাশনার তথ্য বাংলায় ডিজিটাল প্রকাশনা করা। সকল সরকারি অফিসে প্রমিত বাংলা কী বোর্ড BDS 1738:2018 ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	বাংলায় তৈরি সব ডকুমেন্ট, সকল প্ল্যাটফরম, এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার উপযোগী হবে।	১০০%	√	√
৩.৮.৪	সকল বেসরকারি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার প্রমিত মান BDS 1520:2018, BDS 1738:2018, BDS 1935:2018 ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্য সংগঠনসমূহ এবং এফবিসিসিআই।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৩.৮.৫	বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ সকল প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্য বই এবং পাঠ্য উপকরণ বাংলায় প্রণয়ন করে অনলাইনে সহজলভ্যকরণ।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বাংলা একাডেমি।	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সহজ হবে।	১০০%	√	√
৩.৮.৬	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিকাশ ও প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বাংলা একাডেমি।	তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ও নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার ব্যবহার সহজ হবে।	১০০%	√	√

উদ্দেশ্য # ৪ : শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation)

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.১ : তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সকল স্তর ও ধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ও নিয়মিত যুগোপযোগীকরণ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.১.১	দেশীয়, বিশ্ববাজার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউজিসি।	আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদ হবে এবং দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
৪.১.২	শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটির নিত্য নতুন, উদ্ভাবনী ও এর কার্যকর ব্যবহারের (ICT disruption in education) মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন হবে।	১০০%	√	√
৪.১.৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় কলেজে উপযুক্ত আইসিটি অবকাঠামোসহ বাজার-চাহিদা ভিত্তিক আন্ডার গ্রাজুয়েট আইসিটি প্রোগ্রাম চালুকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	অধিক হারে আইসিটি দক্ষ জনবল তৈরি হবে: আইসিটি শিল্পে দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।	সকল জেলার কমপক্ষে একটি কলেজ	সকল উপজলার কমপক্ষে একটি কলেজ	দেশের সকল কলেজ
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.২ : শিক্ষার সকল স্তরে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ						
৪.২.১	সকল স্তরের সকল ধারার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে।	৫০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.২.২	দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম/স্মার্ট ক্লাসরুম/নতুন উদ্ভাবিত উপকরণ সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউজিসি	শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি হবে।	৫০%	১০০%	√
৪.২.৩	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ও সহযোগিতামূলক শিখন (Peer and Collaborative Learning) সুবিধা সম্প্রসারণে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউজিসি	শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ও সহযোগিতা-মূলক শিখন (Peer and Collaborative Learning) সুবিধা সম্প্রসারণে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে।	৫০%	১০০%	√
৪.২.৪	শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল যুগের দক্ষতা অর্জন, সমস্যা সমাধান, উদ্ভাবনী চর্চা, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ নাগরিক সৃষ্টির জন্য একটি প্ল্যাটফরম তৈরি।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউজিসি	জ্ঞান চর্চায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে।	১০০%	√	√
৪.২.৫	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (আবাসিক হল সহ) কম্পিউটার ল্যাব, ল্যান, উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ (ন্যূনতম ২ এমবিপিএস) স্থাপন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সময় উপযোগী হবে।	১০০%	√	√
৪.২.৬	সকল স্তরের এবং সকল বিষয়ের শিক্ষককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাঠদানের উপযোগীকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি আনন্দদায়ক এবং ফলপ্রসূ হবে।	৫০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.২.৭	সরকারি ও বেসরকারি খাতের উদ্যোগে গণিত, বিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলের অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান। বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবনী চর্চা এবং তা গতিশীল করার জন্য মেন্টরিং ও কোচিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি বিষয়ে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৪.২.৮	আইসিটি যন্ত্রপাতি (ল্যাপটপ/আইসিটি ডিভাইস) সংগ্রহের জন্য শিক্ষকদের ঋণ/অনুদান প্রদান।	অর্থ বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আইসিটি শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৪.২.৯	শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টারেক্টিভ ই-বুক, ডিজিটাল রিসোর্স এবং ই-ল্যার্নিং কনটেন্টের কেন্দ্রীয় ই-লার্নিং প্লাটফর্ম তৈরি। ই-লার্নিং বিষয়বস্তু তৈরির জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-লার্নিং ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জন সুগম হবে।	প্রাথমিক	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	√
৪.২.১০	বিভিন্ন ই-লার্নিং কোর্স/কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।	৫০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.২.১১	সকল অফ গ্রিড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থাকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারিত হবে।	১০০%	√	√
৪.২.১২	সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক, উচ্চ-গতির নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ক্যাম্পাস এলাকা জুড়ে ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের জন্য নিশ্চিতকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	শিক্ষার্থীরা আইসিটি'র মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে সংযুক্ত হবে।	৫০%	১০০%	√
৪.২.১৩	শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত মানোন্নয়নে অবদান রাখার জন্য শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্বীকৃতি ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	শিক্ষকগণ আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৪.২.১৪	প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে পূর্ণাঙ্গ আইসিটি সুবিধা সম্বলিত কিছু আধুনিক মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্প্রসারণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.২.১৫	প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে বেসরকারি খাতে কার্যকর ডিজিটাল উপাত্ত (Content) উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, এনসিটিবি, ইউজিসি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি	জ্ঞান অর্জন ও সমৃদ্ধ করার জন্য ডিজিটাল উপকরণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম আনন্দদায়ক ও কার্যকর হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.২.১৬	আইসিটির পেশাগত দক্ষতা যাচাই ও উন্নীতকরণের জন্য এ্যাক্রিডিটেশন চালুকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল)	আইসিটি জনবলের মান উন্নয়ন হবে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পারে।	১০০%	√	√
৪.২.১৭	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ও কার্যকর মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ও কার্যকর মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.২.১৮	শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	স্বশিক্ষণ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৪.২.১৯	মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান আইসিটি ল্যাবগুলোকে বহুমুখী ল্যাবে রূপান্তর।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	ল্যাবগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৪.২.২০	মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষক (তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক) নিয়োগ নিশ্চিতকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই মানসম্পন্ন তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৩ : কর্মসংস্থান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচিকে হালনাগাদকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ						
৪.৩.১	আইসিটি'র শিক্ষার্থী/গ্র্যাজুয়েটদের আইসিটি শিল্পের সাথে সেতুবন্ধন স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইনকিউবেটর স্থাপন। আইসিটি শিল্প তাদের জনবলের অন্তত ৫ শতাংশ ইন্টার্ণশিপ-এর জন্য উন্মুক্তকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি এবং আইসিটি এসোসিয়েশন (বেসিস, বিসিএস, আইএসপিএবি ইত্যাদি)	১) নতুন গ্রাজুয়েট বা ইন্টার্নরা শিল্প প্রতিষ্ঠান উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ২) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৩.২	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দেশীয় ও বিশ্ববাজারের তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হালনাগাদ জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি, এজন্য উপযোগী কোর্স ও কারিকুলাম প্রণয়ন।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	দেশের বিকাশমান আইসিটি শিল্পে যোগান দেবার জন্য অধিক হারে আইসিটি জনবল উন্নয়ন সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.৩.৩	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আইসিটি কারিকুলাম প্রতি দুই বছর পরপর পর্যালোচনাপূর্বক যুগোপযোগীকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং ইউজিসি	কারিকুলাম সময়োপযোগী হওয়ায় তা অধিক কার্যকরী হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৪ : গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ						
৪.৪.১	আইসিটি শিল্পের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষায় মেধাবৃত্তি চালুকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউজিসি	আইসিটি শিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.২	আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি এবং আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	১. আইসিটি শিল্পের জন্য যথাযথ ও বাণিজ্যিকভাবে সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে। ২. আইসিটি শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ফলপ্রসূ যোগসূত্র স্থাপন হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.৩	দেশের ও বহির্বিশ্বের ই-লাইব্রেরিতে প্রবেশের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেটসহ অন্যান্য সুবিধা (Journal Subscription) নিশ্চিতকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং BANSDOC	বিশ্বের অনলাইন জ্ঞানভাণ্ডারে সকল শিক্ষার্থী প্রবেশের সুযোগ পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৪.৪	অর্জিত জ্ঞান সহজলভ্য করার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং এগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন; এবং এর মাধ্যমে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা স্থাপন।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ইউজিসি, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, নায়েম এবং নেপ	শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.৫	দেশের ডিজিটাল লাইব্রেরি নেটওয়ার্ককে বহির্বিশ্বের ডিজিটাল লাইব্রেরির সাথে সংযুক্তকরণ এবং অনলাইনে প্রাপ্ত গবেষণা ও রিসোর্স বিষয়ক সাইটের সদস্য পদ গ্রহণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউজিসি	দেশীয় শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য বহির্বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ সহজ হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.৬	দেশের সকল গবেষণা ল্যাবগুলোকে নিয়ে একটি Collaborative Network তৈরিকরণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.৭	জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আইসিটি নির্ভর সমাধান তৈরিতে স্থানীয় আইসিটি গবেষণা ও শিল্পের সহায়তা গ্রহণ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জন নিরাপত্তা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কৌশলগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.৮	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মাস্টার্স, পিএইচডি প্রোগ্রাম উৎসাহিত করতে ফেলোশিপ প্রদান এবং উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য অনুদান প্রদান। [সেক্ষেত্রে নাগরিক/ সামাজিক সমস্যার সমাধানের উদ্ভাবনী ধারণা অগ্রাধিকার দেওয়া।]	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	উচ্চতর গবেষণা উৎসাহিত হবে এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৪.৯	আইসিটি শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান	তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অস্বচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.১০	সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ ও Entrepreneurship Development এর জন্য Venture Capital নীতিমালা প্রণয়ন।	অর্থ বিভাগ	তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে লাগসই গবেষণা ও উদ্ভাবনে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.১১	শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের জন্য উদ্ভাবনী তহবিল (Innovation Fund) চালুকরণ ও উন্নয়ন বাজেটে অর্থের সংস্থান করা এবং এ সকল উদ্যোগ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং Scale-up করার জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থের বরাদ্দ প্রদান।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.১২	জাতীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টিসহ সহায়তা প্রদান।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.১৩	Cashless Society তৈরির জন্য Innovative Solution উদ্ভাবন ও প্রণয়ন সহজীকরণ এবং প্রণোদনা প্রদান।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.৪.১৪	প্রতিবছর জাতীয় পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবন প্রতিযোগিতা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।	জাতীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবনী কার্যক্রম উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৫ : তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৫.১	দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের জেনেটিক ম্যাপিং প্রোফাইল তৈরির জন্য বায়ো-ইনফরমেটিক্স গবেষণা সম্পাদন।	কৃষি মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল)	গবেষণার মাধ্যমে কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৪.৫.২	প্রত্যেক বিভাগে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আইসিটি'র সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বিকাশমান প্রযুক্তির (Emerging Technology) ওপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় অনুরূপ একটি সেন্টার উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ইউজিসি	সমগ্র দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর মানসম্পন্ন আইসিটি শিক্ষার বিস্তার ঘটবে।	১০০%	√	√
৪.৫.৩	সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন প্রতিষ্ঠাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বিকাশমান প্রযুক্তির (Emerging Technology) ওপর মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.৫.৪	বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি'র প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পে আইসিটি শিল্পকে সম্পৃক্তকরণ এবং এরূপ প্রকল্পে সরকারি অনুদান প্রদান। এছাড়া আইসিটি শিল্পের বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং আইসিটি এসোসিয়েশন	আইসিটি শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগে দেশের নানাবিধ সমস্যার স্বকীয় সমাধান সম্ভব হবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৬ : গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সৃষ্ট পণ্য ও সেবাকে প্রয়োজনীয় বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৬.১	গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ এবং ব্যবসায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এজন্য ঋণ বা অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রনালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি ব্যাংক	গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনগুলো মানুষের কল্যাণে ব্যবহার হবে এবং উদ্ভাবকগণ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৬.২	বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক বাছাইকৃত গবেষণা ও উদ্ভাবনের বাণিজ্যিকীকরণে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া। এক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক	গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনগুলো মানুষের কল্যাণে ব্যবহার হবে এবং উদ্ভাবকগণ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৭ : বিদ্যমান উদ্ভাবনসহ সকল নতুন উদ্ভাবনসমূহের মেধাস্বত্ত্ব সৃষ্টি ও সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ						
৪.৭.১	পেটেন্ট এবং ডিজাইন এ্যাক্ট আইসিটি শিল্প সহায়ক করার জন্য সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়	আইসিটি শিল্পে সৃজনশীল কাজ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৭.২	আইসিটিসহ অন্যান্য উদ্ভাবনসমূহকে উৎসাহিত করতে আইপিআর আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও আধুনিকায়ন (প্যাটেন্ট ও নকশা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি)।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়	বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে আউটসোর্সিং কাজ, সফটওয়্যার রপ্তানি, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক পণ্য ও সেবা প্রদানের নির্ভরযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৭.৩	মেধাস্বত্ব সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য ১টি জাতীয় প্ল্যাটফরম তৈরি করা এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মেধাস্বত্ব নীতিমালা অনুসরণ করা ও প্রয়োজনে Treaty/চুক্তিগুলো Ratify করা।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়	নতুন উদ্ভাবনসমূহের মেধাস্বত্ব সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ফলে অনেকে তার উদ্ভাবনী ধারণার স্বীকৃতি পাবে এবং আইসিটি শিল্পে সৃজনশীল কাজ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৪.৭.৪	মেধাস্বত্ব তৈরি ও সরকারি ক্রয়ে মেধাস্বত্ব ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বেসিস	নতুন উদ্ভাবনসমূহের মেধাস্বত্ব সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ফলে অনেকে তার উদ্ভাবনী ধারণার স্বীকৃতি পাবে এবং আইসিটি শিল্পে সৃজনশীল কাজ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৮: বিশেষায়িত শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ						
৪.৮.১	বিশেষ স্কুলগুলোতে যত্নসহকারে আইসিটি যন্ত্রপাতি (স্ক্রিন রিডার, ব্রেইল প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক, থ্রিডি প্রিন্টার, অডিও-ভিজ্যুয়াল উপকরণ ইত্যাদি) সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বৈষম্যহীন উপযুক্ত শিখন-শেখানোর পরিবেশ সৃষ্টি হবে।	১০০%	√	√
৪.৮.২	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রমে আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৮.৩	সকল বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার সরবরাহ করা, তার ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এজন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে এবং শিক্ষকদের সক্ষমতা তৈরি হবে।	১০০%	√	√
৪.৮.৪	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা ও উপকরণের স্বল্পতা বিবেচনা করে এ্যাকসেসিবল অনলাইন রিপোজিটরির ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রিসোর্স প্রাপ্তি সহজ হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৪.৯: শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ						
৪.৯.১	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও গতিশীল শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা গতিশীল ও টেকসই হবে।	১০০%	√	√
৪.৯.২	প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তরান্বিত হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.৯.৩	শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	সকলের জন্য শিক্ষা বিষয়ক সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে।	১০০%	√	√
৪.৯.৪	শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে শিক্ষাবিষয়ক সেবা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইমেইল, এসএমএস কিংবা অনলাইন সেবা নিশ্চিতকরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	সকলের জন্য শিক্ষা বিষয়ক সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে।	১০০%	√	√
৪.৯.৫	শিক্ষা সেবার মান উন্নয়নে গ্রাহক মতামত এবং সেবা গ্রহীতার সন্তুষ্টি পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	গ্রাহক এবং সেবা গ্রহীতাদের জন্য সেবার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.৯.৬	সেবা গ্রহীতার সুবিধার্থে সবার জন্য একই পদ্ধতি ব্যবহার না করে চাহিদাভিত্তিক পদ্ধতিগত ভিন্নতা অনুসরণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	সেবা গ্রহীতাদের চাহিদাভিত্তিক সেবা প্রদান সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৪.৯.৭	শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আইসিটি ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে সকল কাজ মনিটরিং এবং সুপারভাইজিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সকল কাজ মনিটরিং এবং সুপারভাইজ করা সহজ হবে।	১০০%	√	√

উদ্দেশ্য # ৫ : দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Skill Development and Employment Generation)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.১ : দেশীয় ও বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.১.১	আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ, চাহিদা নিরূপণ এবং তদানুযায়ী দেশীয় আইসিটি জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইসিটি এসোসিয়েশন	আইসিটি ব্যবসা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা বিপণন ও সফটওয়্যার উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরি।	৫০%	১০০%	√
৫.১.২	বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ পেশাজীবী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বিশ্বমানের পেশাজীবী তৈরি হবে।	২০%	৫০%	১০০%
৫.১.৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশীদের (NRBs) সহায়তায় প্রযুক্তি হস্তান্তরের (Technology Transfer) জন্য দেশের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন : টিওটি)।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	প্রযুক্তি হস্তান্তর অধিকতর উপযোগী ও টেকসই হবে।	৫০%	১০০%	√
৫.১.৪	স্থানীয় ও বিশ্ববাজারে আইসিটি জনবলের চাহিদা নিরূপণ এবং দেশে ও বিদেশে শ্রম চাহিদা নিরূপণের জন্য Labour Market Information System (LMIS) চালুকরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) এবং এনএসডিসি	আইটি পেশাজীবীদের চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে আইসিটি জনবল উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.১.৫	আইসিটি কোম্পানিসমূহের নারী জনবল ক্রমান্বয়ে মোট মানব সম্পদের ৫০ শতাংশে উন্নীত করা এবং সে লক্ষ্যে সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ।	অর্থ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইসিটি এসোসিয়েশন	আইসিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমতা বিধান হবে।	১০%	৩০%	৫০%
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.২ : দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ						
৫.২.১	আইটি ও আইটিইএস উন্নয়ন, সেবা প্রদান, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য Certification-এর মাধ্যমে আইসিটি শিল্পে নিয়োজিত জনবলের পেশাগত মানের ক্রমাগত উন্নয়ন (Continuous Professional Development)।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও আইসিটি অধিদপ্তর	আইসিটি শিল্পে উপযুক্ত দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের ঘাটতি পূরণ হবে।	১০০%	√	√
৫.২.২	তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরিতে সহায়তা প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি)	তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষ জনবল চাহিদা পূরণ হবে।	১০০%	√	√
৫.২.৩	পেশাগত প্রয়োগ নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন।	বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	তথ্যপ্রযুক্তির জনবল চাহিদা পূরণ হবে।	৫০%	১০০%	√
৫.২.৪	পেশাগত প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেন্টরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইএসসি	তথ্যপ্রযুক্তির জনবল তৈরি হবে।	৩০%	৬০%	১০০%
৫.২.৫	আইসিটি প্রশিক্ষণে এপ্রেন্টিসশিপ নিশ্চিতকরণ।	আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	তথ্যপ্রযুক্তির জনবল তৈরি সহজ হবে।	৩০%	৬০%	১০০%
৫.২.৬	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মডিউলসমূহ নিয়মিত যুগোপযোগীকরণ।	বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	আইটি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরি হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.২.৭	সারাদেশে দক্ষ জনবল তৈরিতে স্বল্প খরচে অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	মফস্বল এলাকায় জনবল প্রশিক্ষিত হবে।	৫০%	১০০%	√
৫.২.৮	তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিসমূহের মধ্যম স্তরের দক্ষ জনবল তৈরির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	তথ্য প্রযুক্তির দক্ষ জনবল তৈরি হবে।	৫০%	১০০%	√
৫.২.৯	তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে শিল্প প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা এপ্রেন্টিসশিপ নিশ্চিত করা এবং এপ্রেন্টিসশিপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (গ্লোবাল এপ্রেন্টিসশিপ নেটওয়ার্ক) সাথে সম্পর্ক স্থাপন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	প্রশিক্ষিত জনবলের চাকুরীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হবে।	৩০%	৬০%	১০০%
৫.২.১০	এপ্রেন্টিসশিপ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রাম মনিটরিং ও মেন্টরিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	প্রশিক্ষিত জনবলের চাকুরীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হবে।	১০০%	√	√
৫.২.১১	কোম্পানিসমূহে বিদ্যমান জনসম্পদকে বিকাশমান প্রযুক্তি, নতুন পদ্ধতি, ডিজাইন পরিকল্পনা ও সফট স্কিলস-এ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিপিটিইউ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বেসিস এবং বাক্কো	বিদ্যমান জনসম্পদ নতুন নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষ হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৩: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তকরণ						
৫.৩.১	কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	বাজার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.৩.২	মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান সকল সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি এবং এনএসডিসি	মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হবে।	৫০%	১০০%	√
৫.৩.৩	অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজার উপযোগী দক্ষতা উন্নয়নে ফি-ল্যান্সিং, আউটসোর্সিং এবং আইসিটি নির্ভর সেবা খাত (ITES) সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদী কোর্স TVET প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তকরণ।	বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	TVET প্রোগ্রামকে যুগোপযোগী করা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৫.৩.৪	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ে এনটিভিকিউএফ অনুযায়ী পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতির (RPL) ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড	স্বশিক্ষিত দক্ষ জনবলের স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৪: কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও প্রণোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ						
৫.৪.১	বিভিন্ন দেশের প্রণোদনা প্যাকেজ পর্যালোচনাপূর্বক বিনিয়োগকারীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রণোদনা প্রদান	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং বিডা	বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ আকৃষ্ট হবে।	১০০%	√	√
৫.৪.২	বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থাকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিডা, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বেজা এবং বেপজা	বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ আকৃষ্ট হবে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।	১০০%	√	√
৫.৪.৩	বিশ্বের আইসিটি অঙ্গনে তথ্যপ্রযুক্তির উচ্চতর পর্যায়ের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কর্যক্রম গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশী আইসিটি পেশাজীবীগণ অধিক হারে বিশ্ববাজারে উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশের সুযোগ পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.৪.৪	আইসিটি পেশাজীবীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকারী রিক্রুটিং এজেন্সিকে ট্যাক্স সুবিধা প্রদান।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	রিক্রুটিং এজেন্সিদের ট্যাক্স সুবিধা প্রদানের ফলে বহির্বিশ্বে আইসিটি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৫.৪.৫	দেশের তরুণ আইসিটি পেশাজীবীদের আইসিটি খাতে কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ দেয়ার জন্য দেশীয় আইসিটি খাতে বিদেশি আইসিটি পেশাজীবীদের কাজ করার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও সরকার থেকে অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশের তরুণ আইসিটি পেশাজীবীদের আইসিটি খাতে কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৫.৫ : ভবিষ্যত প্রযুক্তি ও শিল্প খাতের বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহায়তায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান বাজার সম্প্রসারণ						
৫.৫.১	ভবিষ্যত প্রযুক্তি ও শিল্প খাতের বিবর্তনের ধারা চিহ্নিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	নতুন বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও শিল্পখাত চিহ্নিত হবে।	৫০%	৮০%	১০০%
৫.৫.২	বিবর্তিত ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্তকরণ ও প্রণোদনা প্রদান।	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।	২০%	৫০%	১০০%
৫.৫.৩	প্রশিক্ষিত জনবলের তথ্যভান্ডার তৈরি ও কর্মসংস্থানকৃতদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এবং আইসিটি এসোসিয়েশনসমূহ	নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।	৫০%	৮০%	১০০%
৫.৫.৪	বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশী ভাষা এবং বিশেষায়িত ও উদীয়মান আইসিটি প্রযুক্তির, ডোমেইন জ্ঞান এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সার্টিফিকেশন এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি এবং আইসিটি অধিদপ্তর)	বৈদেশিক শ্রমবাজার উপযোগী করে গড়ে তোলা যাবে।	১০০%	√	√

উদ্দেশ্য # ৬ : অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening Domestic Capacity)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.১ : বাংলাদেশী আইসিটি পণ্য ও সেবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্র্যান্ডিং এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিংকরণ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.১.১	আইসিটি শিল্পের সক্ষমতা পরিমাপ ও রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে রোডম্যাপ (Roadmap) অনুযায়ী অগ্রগতি মূল্যায়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইসিটি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দেশীয় আইসিটি পণ্য ও সেবা রপ্তানি সম্প্রসারিত হবে।	৫০%	১০০%	√
৬.১.২	আইসিটির রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল সহকারে আইসিটি ডেস্ক স্থাপন এবং এর অধীনে ব্যবসা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।	অর্থ বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সফটওয়্যার ও ITES রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।	৫টি দেশে	১০টি দেশে	৩০টি দেশে
৬.১.৩	অন্যতম সেরা আউটসোর্সিং এর স্থান হিসেবে বাংলাদেশের ব্যান্ড তৈরি ও প্রতিষ্ঠাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বাংলাদেশের আইসিটি সক্ষমতার প্রতি বহির্বিশ্বের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৬.১.৪	বিশ্বের বড় বড় আইসিটি মেলা, কনফারেন্স এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লিংকেজ প্রোগ্রামে উচ্চ পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শিল্প এবং শিল্পের ট্রেড বডিসমূহের অংশগ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিডা	বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ হবে।	১০০%	√	√
৬.১.৫	প্রতিবছর ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, আইসিটি মেলা এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা আয়োজন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি কার্যক্রমে দেশের মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়বে এবং বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের আইসিটি খাত সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.১.৬	দেশের আইসিটি সক্ষমতা উপস্থাপনের নিমিত্ত নিয়মিতভাবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থাকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করা।	১০০%	√	√
৬.১.৭	আইটিইএস/বিপিও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনন্য অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং তার উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বিডা এবং বাক্কো	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করা।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.২: দেশব্যাপী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/শিল্প স্থাপন এবং নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

৬.২.১	Viability বিবেচনায়, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাই-টেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটরগুলোতে বাসযোগ্য আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত আবাসন স্থাপন করা (স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, শপিং মল ইত্যাদি) এবং এ সকল স্থাপনায় আইসিটি শিল্পোদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে কর অবকাশ, রাজস্ব ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।	আইসিটি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৬.২.২	টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট ক্যাবল, ডাক্টস ইত্যাদি স্থাপনের ক্ষেত্রে খননকৃত রাস্তা অনুমোদন ও Compensation পরিশোধ সহজীকরণ; খননকৃত রাস্তা/স্থাপনা মেরামত/স্থাপনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।	সারাদেশে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।	১০০%	√	√
৬.২.৩	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পন্থা অনুসরণে আইসিটি কোম্পানির যোগ্যতা/মান নির্ণয়ে সরকার ও আইসিটি ট্রেডবডি সংশ্লিষ্টতায় একটি পৃথক এক্রিডিটেশন বোর্ড গঠন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডিসমূহ।	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্য ও মানসম্পন্ন আইসিটি কোম্পানির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.২.৪	সরকারি মালিকানাধীন আইটি পার্ক, এসটিপি, ইনকিউবেটর, হাই-টেক পার্ক ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দেশীয় আইসিটি উদ্যোক্তাদের ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।	আইসিটি উদ্যোগ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৬.২.৫	আইসিটি ইনকিউবেটর/ হাই-টেক পার্ক/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি পার্ক-এ নিরবিচ্ছিন্ন ও Redundant বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ।	আইসিটি শিল্পের কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার সহায়ক হবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৩: প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যয় বান্ধব (Cost Effective) তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা (IT/ITES) সংক্রান্ত শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ

৬.৩.১	২০৩০ সাল পর্যন্ত স্থানীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও আইটিইএস খাতের উদ্যোক্তাদের আয়কর মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	আইসিটি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.২	স্থানীয়ভাবে তৈরি হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও সেবা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নগদ প্রণোদনা প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	সফটওয়্যার রপ্তানি উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.৩	আইসিটি শিল্প উন্নয়ন তহবিল (আইআইডিএফ) গঠন।	অর্থ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	দেশীয় সফটওয়্যার/ITES শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্রুততর হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.৪	স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী আইসিটি বিষয়ক কাজে আইসিটি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত স্বল্প সুদে কার্যকরী বিশেষ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো)।	আইসিটি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনায় অর্থায়ন সমস্যার সমাধান হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.৩.৫	(ক) স্থানীয় কম্পিউটার/আইটি হার্ডওয়্যার শিল্পের প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান। (খ) স্থানীয় কম্পিউটার/আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পে উৎপাদিত বা সংযোজিত কম্পিউটারসহ অন্যান্য হার্ডওয়্যার সামগ্রীর সরকারি ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সিপিটিইউ।	স্থানীয় আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.৬	দেশীয় আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইন্টারনেট, ডেটা ইউটিলিটিজ, ভাড়া ও আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ সেবার উপর ভ্যাট মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেশীয় উদ্যোক্তাগণ উৎসাহিত হবেন।	১০০%	√	√
৬.৩.৭	ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় আইসিটি সামগ্রী ও সেবার জন্য মূল্য সুবিধা (Price Preference) নিশ্চিতকরণ।	আইএমইডি (সিপিটিইউ) এবং সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ।	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.৮	আইসিটি নির্ভর স্ট্যার্টআপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন।	অর্থ বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।	তরুণ এবং মেধাবী গ্রাজুয়েটদের সৃজনশীল উদ্যোগ দ্বারা আইসিটি শিল্পের বিকাশ ঘটবে।	১০০%	√	√
৬.৩.৯	ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান।	অর্থ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	স্থানীয় উৎপাদন শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১০	সফটওয়্যার ও আইটি ভিত্তিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সহজ শর্তে ঋণদান ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১১	দেশের স্থানীয় ভোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে সচেতনতা তৈরি করা।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থা।	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.৩.১২	IoT, RPA, Deep learning, AI, Robotics এর মতো বিকাশমান প্রযুক্তিসমূহ আত্মীকরণের জন্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১৩	শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বেসিস এবং বাক্কো	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১৪	ইআরকিউ (ERQ) একাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ সহজীকরণ এবং ট্যাক্স অব্যাহতি।	বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১৫	স্থানীয় বিপিও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সেবা গ্রহণকারীদের প্রণোদনা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৩.১৬	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইসিটি শিল্পের ওপর গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, জরিপ পরিচালনা, কর্ম-কৌশল, চাহিদা নিরূপণ ও নীতি প্রণয়নে সরকারি অনুদান প্রদান।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) এবং আইসিটি এসোসিয়েশন	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৪ : রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং শিল্প-বান্ধব নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি						
৬.৪.১	আইসিটি শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ইএসএফ-নীতি পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অর্থ বিভাগ	আইসিটি শিল্পের চাহিদা মাফিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজতর হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.৪.২	হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও আইটিইএস খাতে প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর জন্য জামানতবিহীন ঋণের বন্দোবস্তকরণ।	অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	আইসিটি কোম্পানিসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সমস্যা নিরসন হবে।	১০০%	√	√
৬.৪.৩	আইসিটি পণ্য ও সেবার স্থানীয় এবং বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো)	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৪.৪	সরকার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে IT/ITES খাতে কারিগরি সহযোগিতা (TA) প্রদান কররে স্থানীয় সফটওয়্যার এবং আইটিইএস প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এটুআই প্রকল্প	আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের আইসিটি সক্ষমতা প্রমাণিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৫ : ব্যবসা বাণিজ্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি						
৬.৫.১	বিদেশি Commercially Available Off The Shelf Software (COTS)-ক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	স্থানীয় সফটওয়্যার শিল্প অনুপ্রাণিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৬ : দাতা/সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ যে কোনো অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পে PPR অনুরসণপূর্বক সকল আইটি/আইটিইএস ও ডিজিটাল ডিভাইস ক্রয়ে স্থানীয় পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং সে লক্ষ্যে স্থানীয় কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ						
৬.৬.১	তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য, সেবা ও সেবাদানকারী ক্রয়ের জন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ও নমুনা ছকসমূহ হালনাগাদকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিপিটিইউ, বেসিস এবং বাক্কো	সকল আইসিটি পণ্য ও সেবা ক্রয়ে নতুন ছক অনুসরণ ত্বরান্বিত হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.৬.২	আইসিটি'র, মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে ও সরকারের বিভিন্ন আইসিটিভিত্তিক প্রকল্প টেকসইকরণে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারীত্ব উৎসাহিতকরণ।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সিপিটিইউ	সরকারের প্রাথমিক উচ্চ বিনিয়োগ-এর প্রয়োজন কমবে এবং আইসিটি কার্যক্রমের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।	১০০%	√	√
৬.৬.৩	অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ, সেরা চর্চাগুলোর বাস্তবায়নের জন্য ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সকল অংশীদারের অংশগ্রহণে একটি 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' প্রতিষ্ঠা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি এসোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বেসিস এবং বাক্কো	দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক মান অর্জিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৬.৪	আইটি পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন, পদ্ধতি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি রূপান্তরে সহযোগিতা প্রদান।	বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	দেশীয় প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক মান অর্জিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৬.৫	আইটি/আইটিইএস কোম্পানিসমূহের স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ে স্বল্প সুদে আর্থিক ঋণ/ সহযোগিতা প্রদান এবং হাইটেক পার্কসমূহে যৌক্তিক মূল্যে অফিসের জন্য স্থান বরাদ্দ।	অর্থ বিভাগ, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
৬.৬.৬	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও স্মার্ট শহর তৈরির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে সহায়তা প্রদান।	স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	স্থানীয় আইসিটি শিল্প বিকশিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৬.৭ : স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং একটি টেকসই Entrepreneurial supply Chain সৃষ্টি						
৬.৭.১	স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং একটি টেকসই Entrepreneurial supply Chain সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বিসিসি)	স্থানীয় স্টার্টআপ উদ্যোগসমূহের বিকাশ ও প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।	√	√	√

উদ্দেশ্য # ৭ : পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management)

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.১ : পরিবেশ রক্ষায় আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ উৎসাহিতকরণ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.১.১	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে নিজস্ব স্যাটেলাইটভিত্তিক রিমোট সেন্সিং, জিআইএস, ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো), ডাক ও টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।	১। আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়বে; ২। সমন্বিত ডাটা সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা জোরদার হবে; এবং ৩। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারে দিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে।	১০০%	√	√
৭.১.২	সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ দূষণ ও রোধ সম্পর্কে অবহিতকরণ।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।	পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৭.১.৩	আইসিটি স্থাপনা/অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অফিস ও আবাসিক ভবনে বিদ্যুতের সাশ্রয় নিশ্চিতকরণে স্বয়ংক্রিয় (Auto On/Of Switch, Green Building ইত্যাদি) ব্যবস্থা চালুকরণ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ/গ্যাস খরচ হ্রাস পাবে, লোডশেডিং কমবে, বাতাসে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.১.৪	পরিবেশগত ছাড়পত্রসহ, ইটিপি (ETP), বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনলাইন ব্যবস্থা চালুকরণ।	পরিবেতশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.২ : পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিতকরণ						
৭.২.১	সরকারি ক্রয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আইসিটি যন্ত্রপাতি ক্রয়।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি দপ্তর/সংস্থা	অধিক হারে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।	১০০%	√	√
৭.২.২	অবাঞ্ছিত ও অকেজো আইসিটি যন্ত্রাদির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য মান নির্ধারণ ও প্রয়োগ। নিরাপদ ইলেকট্রনিক বর্জ্য খালাসের প্রক্রিয়া অনুসরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ইলেকট্রনিক বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।	১০০%	√	√
৭.২.৩	দাপ্তরিক কাজে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে কাগজের ব্যবহার হ্রাসকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ	কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক উপাদান সংরক্ষণে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৩ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক দূর্যোগ সতর্কীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং দূর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকি নিশ্চিতকরণ						
৭.৩.১	দূর্যোগ সতর্কীকরণ ও মোকাবেলার জন্য কমিউনিটি রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল প্রযুক্তি ও নিজস্ব স্যাটেলাইটভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল সংস্থা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)	দ্রুততার সাথে এলাকা-ভিত্তিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.৩.২	দূর্যোগ পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলা, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণ সামগ্রীর সুষম বন্টনে আইসিটি/নিজস্ব স্যাটেলাইট ভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল সংস্থা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
৭.৩.৩	দূর্যোগকালীন বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৪: ডিজিটাল বর্জ্যের (e-waste) নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ						
৭.৪.১	পুরাতন পিসি, যন্ত্রাংশ ও আইসিটি যন্ত্রাদি হতে মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করে পুনঃ ব্যবহারের জন্য প্ল্যান্ট স্থাপন ও ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন উৎসাহিতকরণ।	শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
৭.৪.২	ডিজিটাল বর্জ্যের (e-waste) নিরাপদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ডিজিটাল বর্জ্যের (e-waste) ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে সকলে সচেতন হবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৭.৫ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.৫.১	Climate Change Trend নিরূপণে সেন্ট্রাল ডাটাবেস নির্মাণ ও করণীয় নির্ধারণ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)	গবেষণা ও দূর্যোগ প্রশমনে ডাটা ব্যবহার করা যাবে এবং Climate Change নিরসনে উদ্যোগ নেয়া যাবে।	১০০%	√	√
উদ্দেশ্য # ৮ : উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity)						
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.১ : দেশের সকল শিল্প-বাণিজ্য-সেবা ও উৎপাদন খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সর্বপ্রকার সহায়তা এবং অগ্রাধিকার প্রদান						
৮.১.১	নতুন ব্যবসা বাণিজ্য শুরু, নতুন শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসা বণিজ্য ও শিল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং স্থানীয় সরকারের সেবা সমন্বয়ে একটি One Stop Service তৈরি করতে হবে; এ সার্ভিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল রাজস্ব, ফি ইত্যাদি পরিশোধের জন্য একটি পেমেন্ট গেটওয়ে সমন্বিতকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, এনবিআর, BIDA BBZA, BEPZA, সকল সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহ এফবিসিসিআই এবং বেসিস।	১. Doing Business সূচকে উন্নয়ন ঘটবে; ২. সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য TCV ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে; এবং ৩. সেবা সরবরাহে Individual Contact ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.১.২	দেশের অভ্যন্তরে পণ্য পরিবহণ এবং আমদানি ও রপ্তানিতে ব্যবহৃত সকল যানবাহন তথা Logistics ট্র্যাকিং ও বুকিং এবং Payment ব্যবস্থা সমন্বয়ে একটি One Stop Logistic ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরিকরণ।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	Improved Supply Chain Management আমদানি রপ্তানি এবং অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহণে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা চালু হবে।	১০০%	√	√
৮.১.৩	সাইথ-সাউথ কো-অপারেশনের আওতায় অন্য দেশে ই-গভর্নেন্স উদ্যোগে সহায়তা প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বিদেশে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ঘটবে।	১০০%	√	√
৮.১.৪	বিদ্যুতের ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিগ ডাটা প্রযুক্তি প্রয়োগ।	বিদ্যুৎ বিভাগ	উৎপাদন ও সরবরাহে ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৮.১.৫	সর্বত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সাশ্রয়ী/স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার।	বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	বিদ্যুৎ/গ্যাস খরচ হ্রাস পাবে, লোডশেডিং কমবে, বাতাসে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পাবে।	১০০%	√	√
৮.১.৬	অফগ্রিড এলাকায় রিনিউবল এনার্জিভিত্তিক আইসিটি স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণ।	বিদ্যুৎ বিভাগ	বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবহার উৎসাহিত হবে, বাতাসে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পাবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.২ : যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.২.১	সড়কসমূহে যানজট নিরসনের জন্যে ক্যামেরা, সেন্সর এবং IoT এর সমন্বয়ে Intelligent Traffic Management System চালু করা এর সাথে একটি পেমেন্ট গেটওয়ে সমন্বিতকরণ।	সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ; সেতু বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	সড়ক মহাসড়কে যানবাহন চলাচলে শৃংখলা আনয়ন। সড়ক ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, সড়কে সময়ের অপচয় রোধ এবং জ্বালানী সাশ্রয় ও পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।	ঢাকাসহ কয়েকটি বড় শহরে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে	সকল সিটি কর্পোরেশন এবং সকল জাতীয় মহাসড়ক	√
৮.২.২	সড়ক সেতু এবং ফেরিঘাটে টোল আদায়ের সময় কোনো গাড়িকে যাতে থেমে টোল পরিশোধ করতে না হয় তার জন্যে IoT/IoE এবং সেন্সর বেসড অটোমেটিক টোল আদায়ের ব্যবস্থা চালুকরণ।	সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ; সেতু বিভাগ এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	টোল আদায় ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, সড়কে যানজট কমিয়ে আনা।	৫০%	৮০%	১০০%
৮.২.৩	BRTA-এর সকল সেবা ডিজিটাইজড করা এবং সকল প্রকার ফি অনলাইনে পরিশোধের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি পেমেন্ট গেটওয়ে সমন্বিত করতে হবে। গাড়ির, রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস চেক, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য পরীক্ষাসহ অনুরূপ সকল সার্ভিসের জন্য একটি অনলাইন কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সমন্বয়করণ।	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বিআরটিএ	সেবা গ্রহীতার TCV কমে আসবে, বিআরটিএ-এর কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে, সেবা সরবরাহকারী এবং সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব কমে আসবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.২.৪	যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য PPP ভিত্তিতে দেশব্যাপী Digital Fitness Examination System গড়ে তোলা এবং একটি থার্ড পার্টি অডিট সিস্টেমের মাধ্যমে Digital Fitness Examination Center গুলোর নিয়মিত অডিটের ব্যবস্থাকরণ।	সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বিআরটিএ	যানবাহন ফিটনেস ব্যবস্থায় দক্ষতা আনয়ন সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৩ : সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার						
৮.৩.১	জাতীয় ই-হেলথ পলিসি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	স্বাস্থ্য খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল ও রোডম্যাপ তৈরি সহজ হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.২	স্বাস্থ্য খাতের সেবাদানকারী মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসহ প্রাইমারি, সেকেন্ডারি ও টারশিয়ারি হাসপাতাল, গবেষণা ও নীতি প্রণয়নকারী সকল প্রতিষ্ঠান উচ্চগতির (ব্রডব্যান্ড) নেটওয়ার্কে সংযুক্তকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৮.৩.৩	স্বাস্থ্য খাতের সেবাদানকারী সকল বেসরকারি ও এনজিও প্রতিষ্ঠানকে উচ্চগতির নেটওয়ার্কে সংযুক্তি নিশ্চিতকরণ। প্রয়োজনে আইনী কাঠামোর অধীনে এই সংযুক্তি নিশ্চিতকরণ।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এনজিও ব্যুরো।	ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৩.৪	ইলেক্ট্রনিক হেলথ রেকর্ড : সকল নাগরিকের জন্য Portable EHR নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর Portable EHR ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার সম সুযোগ তৈরি এবং একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটবে।	১০০%	√	√
৮.৩.৫	অনলাইন প্রেসক্রিপশন : সকল পর্যায়ে ব্যবহারযোগ্য অনলাইন প্রেসক্রিপশন সিস্টেম উন্নয়ন ও POC সম্পাদন এবং প্রচলন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিএমডিসি	সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষার সম সুযোগ তৈরি এবং একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটবে।	১০০%	√	√
৮.৩.৬	Clinical Decision support System (CDSS) উন্নয়ন ও POC সম্পাদন এবং প্রচলন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিএমডিসি এবং ডিজিডিএ।	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, নবীন ডাক্তারবৃন্দ রোগ নির্ণয় এবং প্রেসক্রিপশন প্রদান এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা পাবেন।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৩.৭	সকল প্রকার চিকিৎসা শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা তৈরি কারিকুলাম-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সে অনুযায়ী ডাক্তার নার্স, প্যারা মেডিকস এবং স্বাস্থ্য কর্মী ও টেকনিশিয়ানদের জন্য Massive Open Online Course (MOOC) অন্যান্য অনলাইন এবং ইনোভেটিভ ব্যবস্থায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিএমডিসি, বিএনএমসি, বাংলাদেশ স্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটি, সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউজিসি।	স্বাস্থ্য সেবার জন্য উপযুক্ত HR সরবরাহ নিশ্চিত হবে।	৫০%	১০০%	√
৮.৩.৮	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়নকৃত এইচআরআইএস এবং অনলাইন আবেদন আরো উন্নয়ন এবং প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে চালুকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	স্বাস্থ্য খাতে নিয়োজিত জনবলের যৌক্তিক ব্যবহার এবং সেবা সহজীকরণ হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.৯	ই-নথি চালুকরণসহ অভ্যন্তরীণ সকল প্রসেস ডিজিটালকরণ, সরকারের অন্য কোনো উদ্যোগে তৈরি ডিজিটাল রিসোর্স প্রয়োজনে পুন: ব্যবহারকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	স্বাস্থ্য খাতে সেবা সহজীকরণ হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.১০	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা হাসপাতাল পর্যায়ে টেলিমেডিসিন এবং টেলিডায়াগনস্টিক চালুকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	স্বাস্থ্য খাতে সেবা সহজীকরণ হবে।	২৫%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৩.১১	আধুনিক এবং তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক পারসোনালাইজড মেডিসিন সেবা চালুকরণ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	চিকিৎসা সেবায় Emerging Technology এর ব্যবহার দক্ষতা তৈরি হবে।	১০%	৪০%	১০০%
৮.৩.১২	মেডিকেল ডায়াগনোসিস ও সেবায় কাটিং এজ টেকনোলোজি ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বিএমআরসি, আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর, বি	চিকিৎসা সেবায় Emerging Technology এর ব্যবহার উদ্ভাবন, সক্ষমতা ও দক্ষতা তৈরি হবে।	২০%	৮০%	১০০%
৮.৩.১৩	রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, কল সেন্টার, অ্যাপস এবং তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিকগণের কাছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য,জন্ম নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ক বাংলা কন্টেন্ট প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ। বিশেষভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট এর প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, নাগরিকগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় Knowledge Base তৈরি এবং তাতে নাগরিকগণের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.১৪	রোগের প্রাদুর্ভাব এবং বিস্তারের পূর্বাভাস এবং স্বাস্থ্য খাতের পরিকল্পনা সহজতর করতে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমের (GIS) এর ব্যবহার।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা এবং International Collaboration এর সুযোগ তৈরি হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৩.১৫	শিশু ও মাতৃসেবা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আইসিটির ব্যবহার।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবার অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৮.৩.১৬	আইসিটির ভিত্তিক হেল্পলাইনের মাধ্যমে দ্রুত সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যসেবা প্রদান।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবার অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√
৮.৩.১৭	ডাটা ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা (Data Driven Health Governance) প্রতিষ্ঠাকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	স্বাস্থ্য সেবা এবং Peoples Health Outcome পরিকল্পনায় ডাটাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.১৮	Universal Health Coverage ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আইসিটি টুলস এবং প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং Catastrophic Health Expenditure হতে সুরক্ষা প্রদান ব্যবস্থা প্রচলনে সহায়তা	৫০%	১০০%	√
৮.৩.১৯	আইসিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় National e-Governance Architechture এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি Digital Enterprise Architecture (ডেটা সিকিউরিটি, স্ট্যান্ডার্ডস, ইন্টার অপারেবিলিটি, ডাটা লোকালাইজেশান, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ওপেন সোর্স প্ল্যাটফরম ইত্যাদি) তৈরিকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	স্বাস্থ্য সেবার জন্য আইসিটি টুলস এবং টেকনোলজিগুলোর আন্ত:পরিবাহিতা এবং পুন:ব্যবহারের ব্যবস্থা করা সহজ হবে।	৬০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৩.২০	Sustainable Development Goal (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে Routine Health Information System (RHIS) গতিশীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	(SDG) লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.২১	স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সাথে উপজেলা, জেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিডিও কনফারেন্সিং নেটওয়ার্ক স্থাপন।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	সেবার মান উন্নয়ন, যথাসম্ভব নিজ এলাকার হাসপাতাল থেকে সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে।	৭০%	১০০%	√
৮.৩.২২	নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিখন ও শিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে হবে, বিশেষ করে যেসব নার্সিং কলেজ বা ইনস্টিটিউট কোনো হাসপাতালের সাথে জড়িত নয় সেসব কলেজ বা ইনস্টিটিউটে সিমিউলেশন ও AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ নার্সিং মিডওয়াইফস কাউন্সিল, স্টেন মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি এবং নার্সিং অধিদপ্তর।	নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এর মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে।	১০%	৭০%	১০০%

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৩.২৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রযোজ্য সকল প্রতিষ্ঠানে আইসিটি সেল ও ক্ষেত্রমতে আইসিটি কর্মীর পদ সৃষ্টি করা। পদ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সার্ভিস আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্যপ্রযুক্তির টেকসই ব্যবহারের সামর্থ তৈরি হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.২৪	ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডের একটি প্রাইভেট ব্লকচেইন সিস্টেম পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি এবং পিওসি করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	ডাটা সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি নিশ্চিত হবে, ব্যয় সাশ্রয়ী হবে, রিয়্যাল টাইম হালনাগাদ করা যাবে এবং রিয়্যাল টাইম অভিগম্য হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.২৫	মোবাইল ফোন এ চ্যাটিং, ভিডিও আইপি, ভয়েস কল, ডকুমেন্ট আপলোড এবং ভিডিও চ্যাটিং এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি রোবোটিক চ্যাটবট তৈরি এবং পিওসি করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	Knoledge Base তৈরি, সেবা প্রাপ্তি সহজিকরণ এবং তাৎক্ষণিক সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৮.৩.২৬	AI. Machine এবং Deep learning ভিত্তিক মেডিকেল স্টার্টআপ উৎসাহিতকরণ।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	অধিকতর কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।	১০টি	২০টি	৩০টি

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৪ : কৃষিখাত আধুনিকায়নে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পকে উৎসাহিতকরণ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৪.১	ই-এগ্রিকালচার ভিশন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের একটি ভিশনারি পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.২	এগ্রিনেট-নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কৃষি সম্প্রসারণ ডিপার্টমেন্টসমূহ, কৃষক এবং বাজার সম্পৃক্ত করে একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফরম (Knowledge Repository, Service Delivery, Education & e-Learning, Real-time Problem Solving, Collaboration & Information Sharing) তৈরি করা এবং এতে সরকারি খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাকেও সম্পৃক্তকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	কার্যকর নীতি প্রণয়ন, কৃষকের প্রকৃত সমস্যা সমাধানে নীতি এবং গবেষণার সমন্বয়, বাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থেকে কৃষক ইনফর্মড ডিসিশন গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কৃষকের প্রকৃত সমস্যার সঠিক সমাধান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.৩	ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন, Localized Real Time & Predictive Weather Information সহ সকল প্রকার কৃষি পরামর্শ সেবার ক্ষেত্রে IoT Censor, Al, Big data Analytics, AR সমন্বয়ে real time Data feeding system এর মাধ্যমে আরো উন্নয়নপূর্বক একটি একক ও পূর্ণাঙ্গ কৃষি ইনপুট ও ফসল পরিকল্পনার Integrated Advisory Service চালুকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Geographic Information System and Remote Sensing (Satellite, Airborrne, UAV) ব্যবহার।	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষক সঠিক ফসল পরিকল্পনা, মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার এবং যৌক্তিক পরিমাণে পানি, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।	৫০%	১০০%	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৪.৪	তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে Precision Agriculture Technology জ্ঞান এবং পদ্ধতি Dissemination এবং ফলিত গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং এ কাজে কৃষিতে ইনোভেশনে উৎসাহী তরুনদের সম্পৃক্ত করে বাস্তব Precision Farming এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। Precision Farming জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়	উচ্চশিক্ষিত তরুণরা কৃষিপেশায় আকৃষ্ট হবে। প্রান্তিক কৃষি একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্গানিক মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হবে।	১৫%	৫০%	১০০%
৮.৪.৫	সকল প্রকার কৃষি শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির বাস্তব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা তৈরির ব্যবস্থা কারিকুলাম-এ অন্তর্ভুক্তকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং ইউজিসি	কৃষিতে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল সরবরাহ নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.৬	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে Climate Smart Agriculture (CSA) ধারণা ও প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োগ চালুকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি হবে।	৫০%	১০০%	√
৮.৪.৭	তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে (আইওটি ও সেন্সর সমন্বিত) একটি আধুনিক, পুষ্টিসমৃদ্ধ, নিরাপদ ফল ও ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।	কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর), বিএডিসি এবং বিএআরসি	জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত হবে।	২০%	৫০%	১০০%
৮.৪.৮	কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও নীতি নির্ধারণী কাজে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটিতে সংযুক্ত করা এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের ইন্টারনেট এনাবেল্ড ডিভাইস প্রদান।	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৪.৯	National e-Governance Architecture এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য একটি Enterprise Architecture তৈরি।	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	কৃষিতে ব্যবহার্য তথ্যপ্রযুক্তির আন্তঃপরিবাহিতা এবং পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.১০	কৃষি খাতের জন্য গৃহীত সকল প্রকল্প কর্মসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রকল্পের বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখা।	কৃষি মন্ত্রণালয় (অধিনস্থ সকল দপ্তর), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল সংস্থা এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	কৃষি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সক্ষমতা তৈরি এবং কৃষির আধুনিকায়ন হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.১১	তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সমন্বিত সেবা সরবরাহ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সিস্টেম গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।	কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সকল দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল সংস্থা	একটি স্বচ্ছ ও দক্ষ সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।	১০০%	√	√
৮.৪.১২	কৃষি পণ্যের Traceability নির্ধারণে নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন) এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.১৩	কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্ভাবনী চর্চার জন্য DAE-তে একটি উদ্ভাবনী ল্যাব স্থাপন।	কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল)	কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্ভাবনী চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকরণ হবে।	১০০%	√	√

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৪.১৪	সকল পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি e-Learning Platform তৈরিকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	কর্মকর্তা কর্মচারিগণের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং Knowledge Update হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.১৫	কৃষকদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরিকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয় (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) ও অধীনস্থ সকল সংস্থা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	Direct cash transfer, Food Procurement ইত্যাদির স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা ও ডাটা ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সক্ষমতা তৈরি হবে।	১০০%	√	√
৮.৪.১৬	কৃষি সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে সমন্বিত Payment Gateway ব্যবহার।	কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	কৃষি সার্ভিস সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন অনলাইনে সম্পাদন সম্ভব হবে।	৫০%	১০০%	√
৮.৪.১৭	সরকারি সমন্বিত খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় (Public Food Distribution System) সকল ক্ষেত্রে সুবিধা-ভোগীদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ।	খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা, দ্বৈততা পরিহার, পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।	৮০%	১০০%	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৪.১৮	পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল, ফসল, সবজি, মসলা, হাঁস, মুরগি, গবাদি পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদিতে নূতন প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রায়োগিত জ্ঞান, পদ্ধতি এবং স্টেপ বাই স্টেপ ব্যবহারিক প্রদর্শনি সম্বলিত একটি ডিভাইস ও প্ল্যাটফরম independent প্রযুক্তি তৈরিকরণ।	কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহিত করা, খাদ্য উৎপাদনে Disruptive Technology ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	৫০%	১০০%	√
৮.৪.১৯	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি ও real-time monitoring এর জন্য IoT ও sensor based solution ব্যবহার POC ও ব্যবহার করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে	২০%	৬০%	১০০%
৮.৪.২০	মাছ, চিংড়ি রপ্তানিতে ব্লকচেইনভিত্তিক সাপ্লাইচেইন সিস্টেম ব্যবহার।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মাছ ও চিংড়ি রপ্তানিতে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি এবং অধিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।	১৫%	৫০%	১০০%
৮.৪.২১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্র তথা প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনী চর্চার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে একটি করে উদ্ভাবনী ল্যাব স্থাপন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে	১০০%	√	√
৮.৪.২২	সকল ধরনের কৃষকের কাছে কৃষি ঋণ সহজলভ্য করার জন্য GIS/GPS কৃষক ডাটাবেজ, জেলে ডাটাবেজ, হাঁস-মুরগী খামারী ডাটাবেজ, ইনপুট এডভাইজরি সিস্টেম সমন্বয়ে মোবাইল ফোন নির্ভর একটি এ্যাপ্লিকেশন তৈরিকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	প্রকৃত কৃষক প্রয়োজনের সময় সহজে ঋণ সুবিধা পাবেন, কৃষকের জন্য ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ সহজতর হবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৫ : জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে ডিজিটাল কমার্স, ডিজিটাল লেনদেন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পকে উৎসাহিতকরণ এবং শিল্প বাণিজ্যের ডিজিটাল রূপান্তর						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৫.১	সকল ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল-পেমেন্ট চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	সকল আর্থিক লেন-দেন দ্রুত, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী হবে।	১০০%	√	√
৮.৫.২	নারী উদ্যোক্তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিদ্যমান তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ই-কমার্স সুবিধা প্রদান।	শিল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নিজ অঞ্চল ত্যাগ না করেও নারীদের উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, তাদের পণ্য ও সেবা বাজারজাত করণের জন্য কার্যকরী সমবায় গঠনে তাঁদেরকে সহায়তা করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	১০০%	√	√
৮.৫.৩	সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল লেনদেন উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রদান।	অর্থ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	সকল আর্থিক লেন-দেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদন করা উৎসাহিত হবে।	১০০%	√	√
৮.৫.৪	২০৪১ সাল নাগাদ ডিজিটাল কারেন্সি কোন পর্যায়ে পৌছাবে তার ওপর গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল দেশের আর্থিক লেনদেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদন সহজতর করবে।	১০০%	√	√

কৌশলগত বিষয়বস্তু ৮.৬ : আর্থিক সেবা খাতের (ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান) ডিজিটালাইজেশন এবং কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮.৬.১	আর্থিক সেবা খাতে (ব্যাংক, বীমা, ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান) তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ডিজিটাইজেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	আর্থিক সেবা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।	১০০%	√	√
৮.৬.২	সরকারি ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন।	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক	ব্যাংক ও আর্থিক খাতের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	১০০%	√	√

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd